চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 April, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৩ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ, মুক্ত হাসপাতাল থেকে, থাকবেন কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্ত মহিলা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বুধবার তাঁকে জিবি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি এখন থেকে ১৪ দিন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। আজ স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু ওই মহিলার হাতে সুস্থ হওয়ার কাগজ তুলে দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতর এবং জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে করোনা মুক্ত রাজ্য হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু করোনা আক্রান্ত মহিলার হাতে সুস্থ হওয়ার কাগজ তুলে দিয়েছেন বুধবার। ছবি নিজস্ব

গত ৬ এপ্রিল ত্রিপুরায় প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। উদয়পুরের ওই মহিলা গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেসে আগরতলায় এসেছিলেন গত ১৯ মার্চ।এর পর তিনি ওই দিনই উদয়পুর চলে যান। ট্রেনেই ওই মহিলা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে ধারণা করছে স্বাস্থ্য দফতব। কারণ, ওই ট্রেনেই অপর যাত্রী টিএসআর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ত্রিপুরার দ্বিতীয় করোনা আক্রান্ত রোগী। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

সম্প্রতি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুকে জানিয়েছিলেন, ত্রিপুরার প্রথম করোনা আক্রান্ত মহিলা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর পর পর নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, শীঘ্রই তিনি করোনামুক্ত হবেন। আজ ওই মহিলাকে সুস্থ হওয়ার কাগজ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুকে লিখেছেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, ত্রিপুরার প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, ওই মহিলার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পর পর নেগেটিভে এসেছে। তাই, আজ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছেউ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই মহিলাকে চিকিৎসকদের নজরদারিতে আগামী ১৪ দিনের জন্য উদয়পুরে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে।

হু-এর ভুলের জন্যই বিপুল মৃত্যু অর্থ সাহায্য বন্ধের ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): যেমন কথা, তেমনই কাজ। একাধিকবার হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-কে অর্থ সাহায্যই বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র যাবতীয় ভূমিকা মূল্যায়ন করার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা, "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করার জন্য আমার প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছি।"

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেছেন, "করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যাবতীয় ভূমিকা মূল্যায়ন করার জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।" হু-এর তীব্র নিন্দা করে ট্রাম্প বলেছেন, "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সবচেয়ে মারাত্মক ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল, চিন এবং অন্যান্য দেশ থেকে ভ্রমণ বিধিনিষেধের বিরোধিতা করা। হু-এর ভুলের জন্যই প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে।"

যত্রতত্র থুতু ফেললেই জরিমানা, নির্দেশিকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.)।। আপাতত যত্রতত্র থুতু ফেললেই গুনতে হবে টাকা। পাবলিক প্লেসে থুতু ফেললেই জরিমানা করা হবে। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় এমনই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পাবলিক প্লেসে থুতু ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জরিমানা করা হবে। এছাড়াও করোনা-সংক্রমণ রুখতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মাস্ক। বাড়ি থেকে বেরোলেই অর্থাৎ পাবলিক প্লেস ও কর্মস্থলে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৩ মে অর্থাৎ লকডাউন থাকা পর্যন্ত প্রার্থনার জন্য জমায়েত করা যাবে না। সমস্ত ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জমায়েতও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কমলা জোনে উত্তর ও গোমতি জেলা, ২০ এপ্রিল পর্যন্ত কঠোর ভাবে মানতে হবে লকডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। ত্রিপুরার দুই জেলায় করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাই আপাতত ওই দুই জেলা কমলা জোনে আওতায় পড়েছে। তবে ১৪ দিন ওই জেলাগুলিতে কোনও নতুন আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া না গেলে সেই জেলা সবুজ জোনে স্থান পাবে। সে-ক্ষেত্রে আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন কঠোর ভাবে পালন করতে হবে। কারণ, ২০ এপ্রিলের পর পর্যালোচনায় লকডাউনকে শিথিল করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানালেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার গতি বেড়েছে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত নতুন কোনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসন দফতরের সচিব টি কে চাকমা বলেন, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০, ৭৫৫ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণ সময়সীমা অতিক্রম করেছেন ১০,১৫৫ জন। বর্তমানে ১৪৫ জন প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৪৫৫ জন বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮০৩টি নমুনা সংগ্রহ করে ৭৩৮টির পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ২ জন করোনা পজিটিভ ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন আজ সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন।

এ-বিষয়ে স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা জানান, পর পর তিনবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর চিকিৎসকরা আজ তাকে পরীক্ষা করে ছুটি দিয়েছেন। তবে তিনি উদয়পুরে ১৪ দিনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। ওই সময়ে প্রতিদিন চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিশেষ ব্যবস্থা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের ফলে রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া লকডাউন চলাকালীন স্কুল পড়ুয়াদের ক্যাবল টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক ঘন্টা করে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সমস্ত বিষয় নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে জেলা স্তরে পর্যালোচনা করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের অধিকাংশ পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, করোনা ভাইরাসের প্রকোপে লকডাউনের ফলে কয়েকটি পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, লকডাউন উঠে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ওই পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তিনি বলেন, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়েনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন নিয়ে জারি নয়া নির্দেশিকা পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা, মাস্ক বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে আগামী ৩ মে পর্যন্ত। লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার পরবর্তী দিনই জারি হল নির্দেশিকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী, পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা থাকছেই, একইসঙ্গে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৩ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে সিনেমা হল, শপিং মল, শপিং কমপ্লেক্স, ব্যমাগার, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, বার প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ৩ মে পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য, আন্তঃজেলায় যাতায়াত, মেট্রো ও বাস পরিষেবা নিষিদ্ধ। ৩ মে পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা এবং ট্রেন পরিষেবাও বাতিল থাকছে। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা স্থান বন্ধ থাকবে।

লকডাউনের মধ্যে খোলা থাকবে মুদির দোকান, ফল, সবজির দোকান, দুধের বুথ, পোলট্রি, মাংস এবং মাছের বাজার। ২০ এপ্রিলের পর খোলা থাকবে হাইওয়ে ধাবা, ট্রাক মেরামত দোকান, সরকারি কাজের জন্য যে সব কলসেন্টার কাজ করে, তা-ও খোলার অনুমতি পাবে আগামী সোমবার থেকে। সেই সঙ্গে ওষুধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী কলকারখানাও খোলা যাবে বলে জানানো হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকারী ইউনিট, আইটি হার্ডওয়্যার এবং প্যাকেজিং করার কারখানাগুলিও খোলার কথাও জানানো হয়েছে। ছাড় দেওয়া হবে কয়লা উৎপাদন, তেল ও মিনারেল প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলিকেও।

এ দিনের নির্দেশিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ ভিডিও কনফারেন্সে শুনানির ব্যবস্থা ত্রিপুরা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। লক ডাউন চলাকালীন ত্রিপুরা হাইকোর্ট ভিডিও কনফারেন্স-র মাধ্যমে শুনানির ব্যবস্থা করেছে। তাতে, জরুরি কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন মামলা জমে না থাকে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়াহয়েছে বলে জানিয়েছেন উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জুডিশিয়াল ভি পান্ডে। প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় ৩ মে পর্যন্ত লকডাউন সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে ভারত সরকার। সে মোতাবেক ত্রিপুরা হাইকোর্ট লকডাউন চলাকালীন মামলার শুনানির জন্য ওই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে।

উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জুডিশিয়াল জানিয়েছেন, কেবল জরুরি মামলার শুনানি হবে। সে-ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্স-এ শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ তিনজন বিচারপতি রোস্টার মেনে মামলার শুনানি করছেন। এখন লক ডাউন সময়সীমা বৃদ্ধি হওয়ায় জরুরি কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন মামলা জমে না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্তব্ধ, বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। ঝড় বৃষ্টিতে স্বস্তি জনজীবনে স্বস্তি এলেও বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সেই সাথে বেশ কিছু বাড়ি ঘরের ছাউনি উড়ে গিয়েছে।

নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই পারদ ক্রমেই চড়ছিল। দিনে রাতে মিলিয়ে বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা। একে করোনার জের। তার উপর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে ইতিমধ্যেই ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। ঘন্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে রাজ্যের বেশ কিছু জেলা জুড়ে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সেই মোতাবেক নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে দুপুরে নেমে এল সন্ধ্যার কালো অন্ধাকর। মুহূর্তের মধে শুরু ঝড়ো হাওয়া। সঙ্গে বৃষ্টি। ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে। চারদিক ধূলোয় অন্ধকার হয়ে পড়ে। শুনশান রাস্তায় এদিনের কাল বৈশাখীর তান্ডব অনেকেই বাড়িতে থেকে অনুভব করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে আসে বৃষ্টি। ক্ষণিকের জন্য হলেও উষ্ণতার সেই ছেঁকা থেকে স্বস্তি পেল সকলে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে তেমন বৃষ্টি না হলেও তাপমাত্রা একলাফে বেশ খানিকটা কমল এদিন। তবে ঝড়ো হাওয়ার দরুন বেশ কিছু এলাকায় ব্যপক ক্ষতি হয়েছে।

বুধবারের আচমকা কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কুমারঘাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকায়। কুমারঘাট কুমারঘাট ব্লক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে স্কুটি আরোহীকে মারধর সাসপেন্ড টিএসআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ।। লকডাউনে পথচারীকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় জনৈক টিএসআর জওয়ানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাথে ওই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা তাদের ফেসবুক বার্তায় এই খবর জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় সড়কের ওপর এক মহিলার সামনে জনৈক স্কুটি চালককে টিএসআর জওয়ানের বেধড়ক মারধরের ভিডিও ফেসবুক-এ ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনার সত্যতা খুঁজে পেয়ে সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানকে বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা সরকার। এ-বিষয়ে খুঁজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে মৃত্যু ৩৭৭ জনের, আক্রান্ত ১১,৪৩৯

করোনায় সব থেকে বেশি আক্রান্ত দেশের ১৭০ টি জেলা ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি. স.)।। দেশের ১৭০ টি করোনা সংক্রমণ জেলাকে হটস্পট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা সব থেকে বেশি। এছাড়াও ২০৭ টি জেলা এমনও রয়েছে যেখানে করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। করোনা মোকাবিলায় দেশের জেলাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রেড জোন বা হটস্পট জেলাগুলি. যেখানে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। এই জেলাগুলিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হারে বাড়ছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে সেই সকল জেলা যেখানে করোনায় আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছে। এই সকল জেলাগুলিকে নন হটস্পট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তৃতীয় স্থানে আছে গ্রিন জোন জেলা যেখানে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়নি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী যুগ্ম সচিব লভ আগারওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, হটস্পট জেলাগুলিতে করোনা মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিশেষ পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে পুরোপুরি লকডাউন জারি থাকবে।জেলার মধ্যে প্রবেশ ও বাইরে বেরোনোর উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। এই জেলাগুলির প্রতিটি বাড়িতে টেস্টিং করানো হবে। করোনার সংক্রমণ চক্র ভাঙার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের মধ্যে ২০৭ এমন জেলাও রয়েছে যেখানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক কিংবা দুই। এই জেলাগুলিতেও কন্টামিনেশন প্ল্যান বলবৎ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে দেশে ৩৭৭ জেলায় ৩ মে পর্যন্ত লকডাউন পালন করা হবে।

সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণই নেই। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই যত শক্তিশালী হচ্ছে, মারণ এই ভাইরাসও ততটাই দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরও ৩৮ জন, এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১০৭৬ জন। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৭৭ এবং সংক্রমিত ১১,৪৩৯ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১৩০৬ জন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় জিবিতে স্যানিটাইজার যন্ত্র বসাবে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার বিএসএফ-এর কাছে স্যানিটাইজার যন্ত্র চেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু এক চিঠিতে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি-কে দুটি স্যানিটাইজার যন্ত্র প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আগরতলায় জিবি হাসপাতালে ওই দুই যন্ত্র বসাতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার। একটি যন্ত্র করোনা আক্রান্ত এলাকা স্যানিটাইজ করবে এবং দ্বিতীয় যন্ত্রটি ওই এলাকায় যারা যাবেন তাদের স্যানিটাইজে ব্যবহৃত হবে। তাতে সম্মত হয়েছে বিএসএফ। আগামীকাল জিবি হাসপাতালে ওই দুই যন্ত্র বসাবে বিএসএফ।

এদিকে, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ইউটিউব দেখে স্যানিটাইজার যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। তাতে খরচ হয়েছে মাত্র ১৫,০০০ টাকা। বাজারে আগতদের স্যানিটাইজ করার জন্য ওই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব খোয়াই পুলিশের ওই কাজের প্রশংসা করেছেন।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত দু জনের সন্ধান মিলেছে। ইতিমধ্যে প্রথম করোনা আক্রান্ত মহিলার পরপর দুটি রিপোর্ট নেগেটিভে এসেছে। ফলে তাকে শীঘ্রই কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় আক্রান্ত রোগীরও শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। তবে করোনা আক্রান্তের খোঁজ চলছে প্রতিনিয়ত। সম্প্রতি নমুনা সংগ্রহের গতি বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবে নমুনা পরীক্ষার মাত্রাও বেড়েছে।

এরই মধ্যে ত্রিপুরা সরকার বিএসএফ-এর স্যানিটাইজার যন্ত্র চেয়েছে। কারণ, বিএসএফ সেক্টর হেড কোয়ার্টার উদয়পুর এমনই দু ধরনের স্যানিটাইজার যন্ত্র তৈরি করেছে। অবশ্য তার পেছনে বিএসএফ ডিআইজি জমিল আহমেদের সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে। তিনি আক্রান্ত এলাকা এবং মানুষের শরীর ও পোশাক স্যানিটাইজ করার যন্ত্র দুটি তৈরি করেছেন। তাই ত্রিপুরা সরকার জিবি হাসপাতালে ওই দুটি যন্ত্র বসানোর জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় গৃহবধূর ও মোহনপুরে যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের মঠ চৌমুহনি এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহবধূ বুধবার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী গৃহবধূর নাম প্রণতি সিনহা। তাঁর স্বামী সঞ্জয় সিনহা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে কর্মরত। আত্মহত্যার কারণ নিয়ে ধন্ধে পড়েছে পুলিশ। পারিবারিক কোনও কলহ ছিল না বলে দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রাজেন সিনহার পুত্রবধূ প্রণতি সিনহা বুধবার সকাল নাগাদ বসতঘরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার বড়জোর আধা ঘণ্টা আগে পুত্রবধূর সঙ্গে শ্বশুর রাজেন সিনহার কথা হয়েছে। সকাল থেকে পারিবারিক কাজকর্মও করেছেন তিনি। বাড়িতে কোনও ধরনের কলহ ছিল না বলে দাবি পরিবারের।

এদিকে মৃতার স্বামী সঞ্জয় সিনহা কর্মসূত্রে শান্তিরবাজারে থাকেন। তিনি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক শান্তিরবাজার শাখায় কর্মরত। তাঁর বাবা রাজেন সিনহা জানিয়েছেন, লকডাউনের আগে শেষবারের মতো পুত্র সঞ্জয় সিনহা বাড়িতে এসেছিলেন। তার পর পুনরায় কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। লকডাউন চলায় আর বাড়িতে আসতে পারেননি। তাঁদের আড়াই বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

এরই মধ্যে বুধবার সকালে প্রণতির আত্মহত্যাকে ঘিরে শ্বশুর-শাশুড়ি সহ আত্মীয়পরিজনরা রীতিমতো বিস্মিত। কেউই তাঁর এই আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনরাও ঘটনায় রীতিমতো হতবাক। কেননা প্রণতিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা খুবই আদর করতেন। কোনওদিন সাংসারিক ঝামেলা ছিল না। সুখি পরিবারে কেন আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মোহনপুর বাজারের সাহাপাড়ায় এক যুবক নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। মৃতের নাম তন্ময় সাহা। সে আগরতলায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। লকডাউনের কারণে বিগত কয়েকদিনে সে বাড়িতে যায়। এরই মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেঘালয়ের প্রথম করোনা সংক্রমিত ডাক্তারের মৃত্যু

শিলং, ১৫ এপ্রিল (হি.স.) : জীবনাবসান ঘটেছে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের প্রথম করোনা-আক্রান্ত বছর ৬৯-এর জনৈক চিকিৎসক ডা. জন এল সাইলো রাইন্টাথিয়াং। মঙ্গলবার রাত ২:৩০ মিনিটে করোনা-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাসে নিহত ব্যক্তি শিলং (নংগ্রিমপাহাড় পূর্ব খাসিপার্বত্য জেলা), নংপো (রি-ভই জেলা)-য় অবস্থিত বেথানি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী। নিজের হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছিল। শিলঙে নিজের বেথানি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে তাঁর চিকিৎসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৮৫ ◘ ১৬ এপ্রিল ২০২০ইং ◘ ৩ বৈশাখ ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নববর্ষে কঠিন উপহার

নববর্ষে উপহার? লক ডাউনের সময় বাড়াইয়া তিন মে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। করোনা ঠেকাইতে বিকল্প ছিল না বলিয়াই লক ডাউনকেই অবলম্বন ছাড়া উপায় থাকিল না। তবে, এই বার লক ডাউনের সময় কিছু ক্ষেত্রে করাকড়ির শিথিলতা কায়েম করা হইবে। করোনা ভারত সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলিকে একেবারে চরম পরিণতির দিকে নিয়া গিয়াছে। সবচাইতে বেশী মৃত্যু হইয়াছে আমেরিকায়। মার্কিন মুলুকে মৃতের সংখ্যা ২২ হাজার ১০৯ জনেরও বেশী। ইতালিতে মৃতের সংখ্যা ১৯ হাজার ৮৯৯ জন। মহাদেশের হিসাবে সর্বাগ্রে এখনও ইউরোপ। মৃত ৭৮ হাজার ১৫২ জনের বেশী এবং আক্রান্ত ৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৪০ জন। আমেরিকা কানাডা মিলিয়া আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ৮১ হাজার। এশিয়ায় মোট আক্রান্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার ১৫৪জন। মৃতের সংখ্যা ৪ হাজার ৯৮৯। মধ্যপ্রাচ্যে মৃত্যু ৪ লক্ষ ৯০১ এবং আক্রান্ত ১ লক্ষ ১ হাজার ৭৪২। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে মৃত্যু ২৭৭৮ এবং আফ্রিকায় ৭৯১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ওশিয়ানিয়ায় ৭১ জন। এই তথ্য গত সোমবারের। এই তথ্য হইতে ইহা স্পষ্ট হইতেছে বিশ্বে ভারত তবু অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থানেই আছে। যদিও নতুন নতুন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতেছে। তবু গুরুতর পরিস্থিতির মুখে ভারত এমন বলা যাইবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে যদি আরও কিছুদিন দেশবাসী কঠোর নিয়ম বিধি মানিয়া চলেন অনেক বেশী কষ্ট ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইতে পারেন তাহা হইলে করোনা মুক্ত হইতে ভারত অবশ্যম্ভাবী সাফল্য পাইবে। পয়লা বৈশাখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী মে মাসের তিন তারিখ পর্য্যন্ত লক ডাউনের সময় বাড়ানোর ঘোষণা আমাদের আরও এক চরম পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। গোটা দেশ কিভাবে এই সংকট কাটাইয়া উঠিবে, কিভাবে ভাঙ্গিয়া পড়া, বিধ্বস্ত অর্থনীতি কাটাইয়া উঠিবে, কিভাবে লক্ষ লক্ষ কর্মহীন বেকার রুটি রুজি ফিরিয়া পাইবে তাহাই আজ বড় প্রশ্ন। আজ প্রতিটি কলকারখানা, শিল্প, বড় বড় সংস্থা, সংবাদপত্র শিল্প তো মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষার পরিস্থিতিও কঠিন সমস্যায়। সরকারী অফিস আদালতে কাজকর্ম স্তব্ধ। পরিবহণ থমকাইয়া গিয়াছে। আমরা দৃঢ় আশাবাদী করোনা জয় করিবই। কিন্তু, এই জয়ের পর বিধ্বস্ত ভারত গড়িবার স্বপ্নের কি হইবে?

মনে রাখিতে হইবে ভারত বিশ্বে প্রাচীনতম দেশ। মিশরীয় ও ব্যাবলনীয় সভ্যতার পরই ভারতের সভ্যতা। এই ভারত বারবার বিদেশের দ্বারা আক্রান্ত ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। তবু ভারত বিশ্বে শক্তিধর দেশের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' বহু উচ্চারিত এই স্বপ্নকে কি হেলায় উড়াইয়া দেওয়া যাইবে? আজও করোনার বিরুদ্ধে ভারত যে ধৈর্য্য ও ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে অন্যান্য দেশ এখন শিক্ষা নিতে চাহিতেছে। মহান এই ভারত বারবার পৃথিবীকে ত্যাগের মন্ত্র বিলাইয়াছে। শান্তির আহ্বান রাখিয়াছে। অহিংসার পুজারী ভগবান বুদ্ধের প্রচার বিশ্বময় নিয়া গিয়াছে এই ভারত। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই ইহা ভারতেরই মর্মবাণী। আবার লক ডাউনের ফলে মানুষের মনে বেদনা জাগিলেও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকেই প্রাধান্য দিয়াছে। লক ডাউন আরও বাড়িলেও আশ্চর্য্য হইবার নহে। আগে করোনা মুক্তি। ভারত সেই লড়াইয়ে বিশ্বে নজীর রাখিয়াছে। ভারত বাঁচিলেই বিশ্ব বাঁচিবে। ভারতের অন্তর্নিহিত বাণীই হইল নিজে বাঁচ অন্যকে বাঁচাও। কোনও অবস্থাতেই পিছাইয়া গেলে চলিবে না। আমরা চাই মুক্তির ভারত।

হরিদ্বার-কাশী-মথুরা-অযোধ্যা-উজ্জয়িনীতে কী করছিল তবলীগী

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

একটি বিষয় কোনওভাবেই বুঝে উঠতে পারছি না, হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান, যথাক্রমে : হরিদ্বার ও বেনারসে নিজামুদ্দিন মরকজ থেকে কেন পৌঁছল তবলীগী জামাতের কার্যকর্তারা? নেপথ্যে তাদের উদ্দেশ কী ছিল? শুধুমাত্র হরিদ্বার ও কাশী পর্যন্ত তারা সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানেই পৌঁছে গিয়েছিল, অথচ তারা সেখানকার বাসিন্দাই নয়। সর্বোপরি, সপ্তাহব্যাপী মরকজের পর বাড়ির কথা কেন তাদের মনে পড়েনি? কার নির্দেশে তারা সেখানে গিয়েছিল। প্রথম কথা হরিদ্বারের। করোনাভাইরাসের তদন্ত থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা করা তবলীগী জামাতের ৫ সদস্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় হত্যার চেষ্টার মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। তবলীগী জামাতের এই সদস্যরা রাজস্থানের আলওয়ার জেলার বাসিন্দা, তারা দিল্লির নিজামুদ্দিন থেকে ফিরেছিল। তদন্ত এড়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে তারা লুকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন করোনাভাইরাসেও সংক্রমিত। প্রশাসনের দ্বারা বহুবার আবেদন ও হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্বেও তদন্ত এড়াতে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু কেন? এভাবে তারা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বৈদ্যুতিন নজরদারির সাহায্যে তাদের খুঁজে বার করার পর মামলা দায়ের করা হয়েছে। কেন তারা তদন্ত এড়িয়ে যেতে চাইছে, তাদের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

এবার বেনারসের দিকে যাওয়া যেতে পারে। সেখান তবলীগী জামাতের দু'জন সদস্যের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে একজন দশাশ্বমেধ থানা এলাকায় থাকে। সকলেরই জানা রয়েছে দশাশ্বমেধ ঘাট গঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ স্থান। ওই স্থানের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কাশীখণ্ডের মতে শিবপ্রেশিত ব্রহ্মা কাশীতে এসে এখানেই দশ

তবলীগী জামাতের সদস্যদের হরিদ্বার ও বারাণসীতে পাওয়া যাওয়া থেকে একটা দিক স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এরা নিজেদের মানববোমা পরিণত করেছে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এরা কি আরো বেশি পরিমাণে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। উত্তরপ্রদেশে এখনো পর্যন্ত ২৮৭ জন নাগরিককে আটক করা হয়েছে। এরমধ্যে ২১১ জনের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাজ্যের রাজধানী লখনউতে একাধিক বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়। এই সকল বিদেশি নাগরিক দিল্লির নিজামুদ্দিন তবলীগী জামাতের মরকজে অংশগ্রহণ করেছিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এখানে প্রয়াগেশ্বর মন্দির রয়েছে। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ এই ধর্মীয় স্থানে তবলীগী জামাতরা কী করছিল? এটা প্রত্যেকেরই জানা রয়েছে যে, তবলীগী জামাতের মূল উদ্দেশ হল অমুসলিমদেরকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করা। এই দু'জন তবলীগী বেনারসে কী এসবই করছিল? এটা সম্ভব বলেই মনে হয়, তারা নির্লজ্জভাবে নবরাত্রিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে এসেছিল।

এরমধ্যে, উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, সাহারানপুরে ইন্দোনেশিয়ার তবলীগী জামাতের কয়েকজন সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এখন বড় প্রশ্ন হ'ল, দিল্লিতে তাদের কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরে তারা সাহারানপুরে কী করছিল? দেখুন, সাহারানপুর হরিদ্বার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। একসময় হরিদ্বারও সাহারানপুর জেলার একটি অংশ ছিল। তাহলে কী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াতেই কি জামায়াতের সদস্যদের ঘোরাফেরা করছিল? তারা জানত যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত গঙ্গায় স্নানের জন্য হৃষিকেশ-হরিদ্বারে আসবেন। তাদের কী লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের বিশেষ ধর্মীয় স্থান ? সুতরাং এই প্রশ্নগুলির উত্তর শুধুমাত্র এই চালাক লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানা সম্ভব হবে।

তবলীগী জামাতের সদস্যদের হরিদ্বার ও বারাণসীতে পাওয়া যাওয়া থেকে একটা দিক স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এরা নিজেদের মানববোমা পরিণত করেছে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এরা কি আরো বেশি পরিমাণে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। উত্তরপ্রদেশে এখনো পর্যন্ত ২৮৭ জন নাগরিককে আটক করা হয়েছে। এরমধ্যে ২১১ জনের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাজ্যের রাজধানী লখনউতে একাধিক বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়। এই সকল বিদেশি নাগরিক দিল্লির নিজামুদ্দিন তবলীগী জামাতের মরকজে অংশগ্রহণ করেছিল।

এদেরকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখার পর জেলে স্থানান্তর করা হয়। তবলীগী জামাতের দুই সদস্য উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে লুকিয়ে রয়েছে। এখন এদের উদ্ধার করে আইসোলেশন এ রাখা হয়েছে। একই ছবি দেখা গিয়েছে তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানার মতন শহরগুলোতেও। গোটা বিশ্ববাসী জানে যে করোনায় আক্রান্ত এক ব্যক্তি বহু মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে। করোনা য় আক্রান্ত তবলীগী জামাতের সদস্যরা বহু মানুষের শরীরে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মরকজ শেষ হয়ে যাবার পর তবলীগী জামাতের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এইভাবে তারা বহু মানুষের মধ্যে সংক্রমণটিকে ছড়িয়ে দেয়। যে নতুন তথ্য সামনে উঠে আসছে তাতে জানা যাচ্ছে দেশের ১৭ টি রাজ্যে এরা করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এদের জন্য গোটা দেশে করুণায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুতে ১০০০ জন সংক্রমিত এর মধ্যে ৯০০ জনের সংক্রমণের সঙ্গে দিল্লির তবলীগ জামাতের সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। এবার ভেবে দেখুন এরা দেশকে কত বড় সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। চিকিৎসক, ডাক্তার, সাফাই কর্মী, পুলিশ এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

নয়তো পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারত।

একটি বিষয় খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তবলীগী জামায়াতের লোকেরা করোনার মধ্য দিয়ে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের খুব ক্ষতি করতে চেয়েছিল। এ কারণেই এই রাজ্যগুলিতে এবং তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে প্রচুর দেশি-বিদেশী তবলীগী জামাতের সদস্যেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার দাবি করে এরা ইসলামকে কলুষিত করেছে। এই কয়েক হাজার মানুষ দেশের প্রায় কুড়ি কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এরা গাজিয়াবাদের এমএমজি জেলা হাসপাতালের মহিলা নার্সদের উপরেও থুথু ছিটিয়ে ছিল। ভালো কথা হ''ল যোগী সরকারের পুলিশ এই তবলীগী জামায়াতের লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তবলীগীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে পুলিশকে বলেছেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত বিষয়ে কঠোরতা দেখা উচিত। এরা মানবতার শত্রু। দেশ ও সমাজের সাথে এরা জঘন্য অপরাধ করেছে। যদি এরা দেশদ্রোহিতার মতই অপরাধ করেছে?

দেখুন, করোনা পরিস্থিতি দেশকে পরিবর্তনের জন্য একটি বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। এখন ঢিলে ঢালা পদ্ধতিতে শাসন করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। লকডাউন চলাকালীন পুলিশ সদস্যদের উপর হামলার খবরও একাধিক পাওয়া যাচ্ছে। পাঞ্জাবে একজন পুলিশ অফিসারের হাত কেটে দেওয়ার ঘটনায় হতবাক দেশ।

পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের পৌতিক শহর পটিয়ালার একটি সবজির বাজারে বিনা পাসে প্রবেশ করতে গেলে তাকে বাধা দেয় পুলিশ। সেই সময় নিহং শিখরা পুলিশের উপর তরোয়াল দিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় একজন পুলিশ কর্মীর হাত কেটে আলাদা হয়ে যায়। পুলিশের উপর হামলার পরে নিহংরা গুরুদ্বারে লুকিয়ে যায়। এমনকি অভিযুক্তরা গুরুদ্বার থেকে গুলি চালিয়ে পুলিশকর্মীদের চলে যেতেও বলে। যদিও এই ঘটনায় তারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। সুতরাং কথা হ''ল তারা নিহং হোক বা তবলীগী জামাতের লোক বা অন্য কেউ, কাউকে আইন নিয়ে খেলা করতে দেওয়া উচিত নয়। এখানে ধর্ম ও বিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই আসে না।এই তবলীগী জামাতের গুন্ডা ও নিহংরা কীভাবে আইনের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পেয়েছে সেটাই এখন ভাবার বিষয়। দেশ তো এভাবে চলতে পারে না। দেশ সবসময় আইন ও সংবিধানের পথ অনুসরণ করবে। প্রত্যেকেরই এটি বোঝা উচিত।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য)

দুর্যোগের সময়ে আলোকশিখা 'এক্সগ্রেসিয়া'

অনুপম ভট্টাচার্য

চীনের উহান প্রদেশ থেকে সৃষ্ট নোবেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ প্রাণঘাতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব গোটা বিশ্ব আজ কাঁপছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলেই শঙ্কিত। মারণ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোটা দেশেই এখন লক ডাউন চলছে। ভাইরাসের সংক্রমণ শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে দিতে সময়যোগযোগী পদক্ষেপ হিসাবে লকডাউন এক বড় অস্ত্র। শুধু লক ডাউন-ই কেন্দ্রীয় সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নির্ভর বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ভাইরাস সংক্রমণ যাতে গোটা সংক্রমণের দিকে না যায় সেজনা সতর্ক দৃষ্টিপাত করে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সরকারীভাবে। জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে না যাওয়া এই বিষয়গুলি জনারণ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে ভীড় হয় এমন বাজারগুলিকে বড় পরিসরে স্থান দেওয়া মুদি হয়েছে। দোকান, নায্যমূল্যের দোকা, ঔষদের দোকান, রান্না গ্যাসের কাউন্টার এর সামনে ফুট স্টেপ বৃত্ত এঁকে দেওয়ার কাজ হয়েছে। জনসাধারণকে মাস্ক-গ্লাবস পরার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সরকারীভাবে। বারবার হাত পরিস্কার করা বা হাত ধোয়ার অভ্যাস করা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজার রাখার কথা প্রচার করা হচ্ছে।

নোবেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উদ্ভুত এই পরিস্থিতিতে অযথা গুজবে কান না দিতে অথবা গুজব সৃষ্টি না করতে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রশাসন। সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুক, ওয়ার্স আপ ইত্যাদি মাধ্যমে অপপ্রচার যাতে না হয় এদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখছে প্রশাসন।

নোবেল করোনা ভাইরাস জনিক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনগণকে বিশেষ করে গরীব মানুষকে সহায়তাদানে উদার হস্তে ও মুক্ত মনে এগিয়ে এসেছেন ভারত সরকার।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিত্ত ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় কি ধরনের সহায়তা পাবেন তার ঘোষণা দিয়েছেন।

শ্রীমতি সীতারমণ এর ঘোষণার অন্যতম হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় ব্যাঙ্ক একাউন্টধারী মহিলারা পাবেন ৫০০ টাকা করে। মোট তিন কিস্তিতে মোট ১৫০০ টাকা পাবেন সুবিধা ভোগীরা। দেশে এক্ষেত্রে উপকৃত গবেন কুড়ি কোটি চল্লিশ লক্ষ মহিলা।

উনকোটি জেলাতে এই যোজনায় অনুদান পাবার সুবিধা সুযোগ সমপ্রসারিত হয়েছে। কৈলাসহরের হালাইরপার গ্রামের শমপা দাস জানালেন, বর্তমানে লক ডাউনের মতো কঠিন জটিল পরিস্থিতিতে এ ধরনের অনুদান নোতুন এক দিক চিহ্ন।

সংশ্লিষ্ট গ্রামের রাজশ্রী রায় বললেন, ভারত সরকারের মহৎ উদ্যোগের কারণে আমরা উপকৃত ও আনন্দিত।

কিনাইরচর এলাকার গৃহবধূ যশোদা রানী সিংহ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন এক সময় জিরো ব্যালেন্সের ব্যাঙ্ক একাউন্ট করেছিলাম। সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারত সরকার আমাদের এই একাউন্টেই সরাসরি অর্থ অনুদান দিলেন একজন্য কৃতজ্ঞ ভারত সরকারের কাছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রে প্রথমবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সনের আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চালু করেছিনল প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। ব্যাঙ্ক জমাখাতা খোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মমর্যাদা প্রদান ও আর্থিক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

জনগণের জন্য চালু করা জনধন যোজনায় ৫০০ টাকা করে তিন পর্যায়ে মোট ১৫০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ নিঃসন্দেহে দুর্যোগে আশার আলো বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উচ্চতার পরেই পতন

ভাস্কর লেট

'হর দোস্তি মে এক হদ্ হোতি হ্যায়। জিসে পার নেহি করনা চাহিয়ে'। সব বন্ধুতারই নিজস্ব দায়রা হয়। সীমা ও রেখা দিয়ে চিহ্নিত। সেটা অতিক্রম করা উচিত নয়।

সমুদ্রঘেরা এক শহরে গিয়েছি। ভারতেই। দক্ষিণে। খুব বড় বড় আরোগ্যনিকেতন সে তল্লাটে। প্রাইভেট চালিত। পেশেন্টের খুব রাশ। বাবা বহুদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছে। বড় কিছু নয়, তবে প্রচণ্ড নাছোড়। বছরে একেবার ধরনা দিতে হয় তাই।

যেখানে উঠি অন্যান্যবার সেখানেই উঠেছি। ব্যাঙ্কের হলিডে হোম। ভাল ঘর। রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে দুপুরের মধ্যেই সেদিন ডাক্তার দেখানোর পাট শেষ। মা তাই বলল, 'সময় তো আছে। বাইরে না খেয়ে ঘরে রান্না করি'। সন্ধে নাগাদ মা বেরল। বাজার করতে আমি গুচ্ছ সিনেমার সিডি ভাড়ায় কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম অবসরে দেখব বলে। সন্ধেগুলো গিলে খেতে আসে না হলে। সেদিন 'দিল চাহতা হ্যায়' দেখছি। বন্ধুত্বের উপত্যকায় নিতজনের ভেসে যাওয়া, পথ হারানো, তাদের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের শিং ঠোকাঠুকি।

তখন একেবারে প্রাইম পয়েন্ট চলছে। আকাসেণ গালে ছড় হাঁকড়েছে সিড। হিসহিসে গলায় বলছে --- আমি ওই ভদ্রমহিলাকে ভালবাসি। আর তুই সেটা নিয়ে এত বিশ্রী, রুচিহীন, আঁশটে ইয়ার্কি মারছিস। শোন, হতে পারে আমরা বন্ধু। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে আমাদের সবকিছু একে অন্যের ভাল লাগতেই হবে। ভুলিস না, সব বন্ধুতার নিজস্ব দায়রা হয়। সীমা ও রেখা দিয়ে চিহ্নিত। তা অতিক্রম করা উচিত নয়। তুবই সেটাই করেছিস আজ।

এরপর কী কী হবে---মুখস্থ আমার। আকাশ কিছুক্ষণ শ্যেনচক্ষে তাকিয়ে থাকবে। বিশ্বাসই করতে পারছে না। —সিড, তার এতদিনের বন্ধু, তাকে চড় মেরে দিল। তারপর সমীরকে বলবে গাড়িতে গিয়ে সবতে। মগ্নতায় মজে আছি। এমন সময় মা প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল। হলিজে হোমের সামনের চওড়া গলি ধরে একমিনিটও লাগে না বাজারে যেতে। শাক-সবজি, মশলা, ডিম, ফল ওখানে সবকিছু মেলে। কিন্তু মা কিছুই কেনেনি দেখলাম।

'এ কী ? বাজার করতে গিয়েছিলে তো? কিছু তো কেনোনি কেন? আমি প্রশ্নের মেশিনগান যত প্রখর করি , মা যেন তত নিশ্চুপে সব সহ্য করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলে, যা লাগবে আমি বলে দিচ্ছি। এনে দে'।

আমার অত্যন্ত রাগ হয়ে যায়। কারণ, আমি তো একটা ফিল্ম দেখছি। হতে পারে চল্লিশবার দেখা। কিন্তু যে ছবি এখনও সমান ফ্লেশ ও মনের সমীপরবর্তী মনে হয়, তা মাঝরাস্তায় ছেড়ে কেন যাব বাজারে? বরং মা যাক। মন্দিরের পাশে একটা রক সমৃদ্ধ বাড়ি। সেখানেই গৃহস্থকর্তারা সন্ধেয় পানভোজনে বসে। গতকাল দেখেছি। তোমাকে কি কিছু বলেছে ?' মা স্পষ্টত 'না' বলল। কিন্তু এ-ও বলফের, অনেকটা অসন্তোষ প্রকাশ করার পরে মা গম্ভীর হয়ে বলল, সামনেই কয়েকটা লোক মদ খাচ্ছে। অস্বস্তি হয়। এমনভাবে তাকায়।'

মদের একটা আসর এই গলিতে বসতে দেখেছি বটে। গণেশ করতে পারিনি। আজ আপামর মেয়ের যে-কবিতা জিজ্ঞাসায় দেশের তন্ত্রীতে অতন্ত্রীতে আর্ত ঝংকার উঠেছে—'এরপর কি আমি' — মূঢ় বদনে তখন আমর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই সন্ধের তর্কময় আলোআঁধারে । মা বলছে, যাব না। এমনই দৃষ্টিপাত যে, 'অস্বস্তি হয়। আজ আমি এর অর্থ বুঝ। কারণ, আজ আমি বুঝতে বাধ্য যে 'এরপর কি আমি'-র আদতে কোনও তালিকা নেই। সংজ্ঞা নেই। মনোনয়ন নীতি নেই। বাছ ও বিচার নেই। সব নারী, সব বয়সের প্রত্যেকে, যারা-ই হরিণা মাংসের গুণবিভূষিতা, একইরকম পঙ্গু ও ভয়তাড়িতা। প্রত্যেক প্রগাঢ় অস্বস্তির শিকার বাস্তবেকে হজম করতে পরাঙ্মুখ।

> সব নারী, সব বয়সের প্রত্যেকে, যারা-ই হরিণা মাংসের গুণবিভূষিতা, একইরকম পঙ্গু ও ভয়তাড়িতা। আজ, আপামর মেয়ের যে-কাতর জিজ্ঞাসায় দেশের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আর্ত ঝংকার উঠেছে—'এরপর কি আমি'—মূঢ় বদনে তখন আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই সন্ধের তর্কময় আলোআঁধারে, মা বলছে, 'যাব না।' এমনই দৃষ্টিপাত, যে, 'অস্বস্তি হয়'।

বন্ধুত্বের সীমানা আততায়ীরা ঢের আগেই ভেঙেছিল। নির্মম হামলায় একান্ত বান্ধবীদেরও তারা বুঝতে বাধ্য করেছিল—বন্ধুপদবাচ্য হলেও প্রথমত তারা মেয়ে এবং শরীরময়। আর এখন আততায়ী তো সেই শরীরের মাত্রাবোধকেও প্রসারিত করেছে বয়সের ক্রম সংকোচন অগ্রব্য করে পৌরুষের ক্ষমতা নির্মাণের সেই তুঙ্গবিন্দুতে —যার ওপারে আর কোনও উচ্চতা নেই, নেই আরোহণের নতুন মরীচিকা—শুধু পুরুষের পতন আছে। আমিও পুরুষ। নিজস্ব উত্থান ও পতনের, শ্বাসে ও প্রশ্বাসে আমার দু'রকম অস্বস্তিই হয়।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ প্রণোদনা পাবে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৫।। নভেল করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ প্রণোদনা পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান গ্রহণকালে তিনি একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমাদের অর্থনীতির চাকা যাতে সচল থাকে সেজন্য ইতোমধ্যে আমরা প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছি, সেটা সর্বস্তরের মানুষ পাবে। শিল্প কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে সচল থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাও নিয়েছি।আমরা আমাদের জিডিপির ৩.৩ শতাংশ এই বিশেষ প্রণোদনা খাতে এবার ব্যয় করব, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।

এই প্রণোদনা শুধু এখনকার জন্য নয় জানিয়ে তিনি বলেন,আমাদের এখনকার যেই সমস্যা সেটা সমাধান করা, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ আগামী তিন অর্থবছর মেয়াদি যে পরিকল্পনা, আমরা সেটাই নিচ্ছি। যাতে প্রত্যেকেই করোনাভাইরাসের এই দুঃসময়টা পার করে যেন মানুষ আবার ব্যবসা-বাণিজ্য বা কার্যক্রম ভালোভাবে চালাতে পারেন সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা তিন বছর মেয়াদি এই প্রণোদনার ঘোষণা দিয়েছি।নভেল করোনাভাইরাস মহামারীতে পুরো বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেওয়ার আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, আজকে শুধু বাংলাদেশ বলে না, পুরো বিশ্বেই কিন্তু এর একটা প্রভাব পড়বে। কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা সুরক্ষিত রাখতে চাই। সেজন্য আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং খাদ্যের নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি, যাতে মানুষ কষ্ট না পায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।

রেশন কার্ডে ৫০ লাখ মানুষের ১০ টাকা কেজি দরে চাল সংগ্রহের যে তালিকা সরকারের কাছে রয়েছে, তার পাশাপাশি যারা তালিকার বাইরে আছেন তাদের জন্যও কার্ড তৈরির উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।প্রতিটি মানুষ যেন সহায়তাটা পায় সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই, যাতে প্রত্যেকের ঘরে ত্রাণ সহযোগিতাটা পৌঁছে যায়।ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে রাতে মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, আমরা রাত্রের বেলা প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছি, যাতে করে কেউ ভিড় না করে, একসাথে জমা না হয়। করোনাভাইরাসটায় কেউ যাতে সংক্রমিত না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে এই পদক্ষেপ নিচ্ছি।বিচ্ছিন্নভাবে জনসমাগম করে ত্রাণ বিতরণ না করে প্রশাসনের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ত্রাণ বিতরণ করারও পরামর্শ দেন সরকার প্রধান।তবে দরিদ্র মানুষের জন্য পাঠানো এই ত্রাণ বিতরণে কোনো অনিয়ম করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করে দেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, এই রিলিফ দেওয়া নিয়ে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সাথে সাথে আমরা কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটা জায়গায় সমস্যা পেয়েছি। খুব বেশি না এটা।আমরা যদি তুলনা করি আমাদের প্রায় ৬৮ হাজারের উপরে নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। আমাদের ৪ হাজার ৫০০ এর উপরে ইউনিয়ন, আমাদের উপজেলা। সব হিসেব করে দেখা গেল হয়ত ৫-৭টা জায়গায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে-ই এর সঙ্গে জড়িত সে যে দলেরই হোক তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি, ব্যবস্থা নেব।কারণ গরিবের জন্য আমরা যেটা দেব সেটা কেউ কোনো রকম অপব্যবহার করবে, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। সেটা আমার দলেরই হোক বা অন্য দলেরই হোক আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।ত্রাণ বিতরণে 'অনিয়ম' নিয়ে যারা উচ্চকণ্ঠ তাদেরও সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছেন, অনেক দল- অনেক সুধী সমাজ বা অনেকেই। কিন্তু তারা মানুষের সাহায্যে কিন্তু এগিয়ে আসছে না। সমালোচনা করতেই ব্যস্ত।৬৮ হাজার জায়গায় যদি আমরা দিতে পারি আর সেখানে যদি ৫-৬টা জায়গায় সমস্যা হয় সেটা নিয়েই তারা চিৎকার করে যাচ্ছেন। তারা কিন্তু একটা মানুষকে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করছেন না বা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। তারা কথা বলেই যাচ্ছেন। সব সমাজেই এমন কিছু কথা বেচা লোক থাকে। তারা কথা বেচেই যাবে। এটাই তাদের প্রফেশন। সেটাই তারা করে যাচ্ছেন।সমালোচকদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন,কথা না বলে মানুষকে সাহায্য করেন। এই দুঃখের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ান। এত কথা না বলে মানুষকে নিজে কতটুকু দিলেন, সে হিসেবটা দেন মানুষের কাছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা আমাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সেটা আমরা কার্যকর করে যাচ্ছি। চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।সমস্ত বাংলাদেশে আমাদের যে নেতা-কর্মী তাদেরকেও আমরা নির্দেশ দিয়েছি। তারাও মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। সরকারিভাবে যা দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি যে যতটুকু পারছেন সাহায্য করে যাচ্ছেন।ত্রাণ দিতে আসা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন,মানুষের সেবায় যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি। করোনাভাইরাসের কারণে সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনাদের কাছ থেকে দরিদ্র মানুষের সেবায় দেওয়া অনুদান গ্রহণ করতে পারলাম না। যেহেতু আমরা নিজেই বলেছি সকলকেই ঘরে থাকার নির্দেশ, সেটা ভঙ্গ করা উচিত না।করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন সরকার প্রধান।ভাইরাস সংক্রমণ থেকে সুরক্ষায় লোকসমাগম এড়িয়ে চলার পাশাপাশি সবার ঘরে থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন শেখ হাসিনা।পরিবার নিয়ে একসঙ্গে থাকুন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে না মেশা। যেখানে লোক সমাগম সেখানে না যাওয়া, নিজেকে সুরক্ষিত করা এবং নিজেকে সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সুরক্ষিত করা। সেই দায়িত্ব সকলকে পালন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা এটাই চাই, আজকের যে দুঃসময় সেই দুঃসময়টা কাটিয়ে উঠতে পারব। বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে অর্ধশত, আক্রান্ত ১২৩১

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৫।। এক চিকিৎসকসহ আরও চারজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০ জন।বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২১৯ জনের মধ্যে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ২৩১ জন হয়েছে।গত এক দিনে নতুন করে সেরে উঠেছেন আরও ৭ জন। সব মিলিয়ে মোট ৪৯ জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে যুক্ত হয়ে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য তুলে ধরেন।সিলেট মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক মো. মঈন উদ্দিন নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।তিনি বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আমরাও তার পরিবারের পাশে আছি।ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল পৌনে ৭টায় মারা যান সিলেট মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মঈন উদ্দিন।তাকে একজন 'কোভিড যোদ্ধা' হিসেবে বর্ণনা করে শোক জানানোর পাশাপাশি এ ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে চিকিৎসকদের করনীয় সম্পর্কে বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ।অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মোট ১ হাজার ৭৪০টি নমুনা পরীক্ষা করে ২১৯ জনের সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত মোট পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৮৬৮টি নমুনা।তিনি বলেন, যে চারজন মারা গেছেন, তাদের দুজনের বয়স ৭০ এর বেশি। একজনের বয়স ৫০, আরেকজনের বয়স ৩৫ এর বেশি। তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, একজন নারী।৩৫ বছরের বেশি বয়সের যিনি মারা গেছেন, তারও কোমর্বিডিটি ছিল। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন, পাশাপাশি নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছিল।

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগকেও ত্রাণ কাজে নামার নির্দেশ শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৫।। করোনাভাইরাস সঙ্কটের এই সময়ে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অতি দ্রুত সারাদেশে রিলিফ কমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বুধবার বিকালে ধানমণ্ডির কার্যালয়ে থাকা নেতাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন দলের দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া।এ সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, স্বাস্থ্য সম্পাদক রোকেয়া সুলতানা, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, উপ দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান।

বিপ্লব বড়ুয়া জানান,নেত্রী আমাদের বলেছেন, অতিদ্রুত সারা দেশে একেবারে ওয়ার্ড পর্যায়ে রিলিফ কমিটি করতে।যারা সত্যিকারের দুস্থ, যারা কারও কাছে চাইতে পারে না, দরিদ্র, অতিদরিদ্র সবাইকে আওতায় এনে লিস্ট করতে বলেছেন। লিস্ট করা হলেই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে।এই ত্রাণ কমিটির দেওয়া তালিকা প্রশাসন যাচাই করবে বলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার কথা জানিয়ে বিপ্লব বড়ুয়া বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, রিলিফ কমিটিকে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ সহযোগিতা করবে। তাদের সহযোগিতায় রিলিফ বিতরণ কার্যক্রম চলবে। আর তালিকা যেন দল-মত নির্বিশেষে করা হয়, এই বিষয়েও তিনি আমাদের বলেছেন।তিনি বলেন, শিশু খাদ্যও এর আওতার মধ্যে থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন।

করোনায় সৌদির কারাগারে থাকা ও ওমরায় আটকে পড়া ৩৬৬ বাংলাদেশি ঢাকায় ফিরলেন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৫।। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সৌদি আরবে আটকে পড়া ১৩২ বাংলাদেশি ওমরাহ এবং সৌদির বিভিন্ন কারাগারে থাকা ২৩৪ প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় তাদের বহনকারী সৌদি এয়ারলাইন্সের এসভি-৩৮০৬ ফ্লাইটটি ঢাকায় অবতরণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।সূত্র জানায়, ফ্লাইট থেকে নামার পর তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করা হবে। স্ক্রিনিংয়ে কারও শরীরের তাপমাত্রা বেশি পাওয়া গেলে তাদের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আশকোনা হজ ক্যাম্পের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে। এছাড়াও ফ্লাইটের বাকী সবাইকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে।

এর আগে সৌদির স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বিশেষ এই ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। জেদ্দা এয়ারপোর্টে এসব যাত্রীদের মেডিকেল চেকআপ এবং ইমিগ্রেশনের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হয়।এর আগে গত ১৭ মার্চ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি সৌদিতে ফ্লাইট আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনে।

নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য রয়েছে হেল্পলাইন নম্বর, শীর্ষ আদালত কে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি. স.): নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর। দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টকে এই কথাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। নার্সদের পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দেওয়ার দাবিতে করা জনস্বার্থ মামলার বুধবার শুনানি ছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শীর্ষ আদালতকে জানায় নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুবিধার কথা ভেবে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। ওই নম্বরে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট কিটের অভাব, সময়মতো মাইনে না পাওয়া, বাড়িওলা ঘর খালি করে দেওয়ার হুমকি মতো অভিযোগ থাকলে। সেই অভিযোগগুলো তারা হেল্পলাইন নম্বর এর মাধ্যমে জানাতে পারবে।

শুনানি চলাকালীন আদালতকে আইনজীবী মেহমুদ প্রাচা জানান যে করোনা থেকে সাফাই কর্মী ও তাদের পরিবারের অনেক বিপদ হতে পারে। কর্তব্যরত অবস্থায় এই সকল সাফাই কর্মীদের কোন প্রকারের কিট দেওয়া হয় না। এই প্রসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা জানান, স্পেশাল পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য। সাফাই কর্মীদের অন্য ধরনের কিট দেওয়া হয়। পাল্টা মেহমুদ প্রাচা জানিয়েছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট না পেয়ে সাফাই কর্মীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। পাল্টা সলিসিটর জেনারেল বলেন, যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন যে অযথা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর গাইডলাইন মেনে সাফাই কর্মী ও স্বাস্থ্যক্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে জন্য প্রাচাকে হাইকোর্ট যেতে বলেন।

সব পাট কলই খুলবে তবে কাজ করবেন মাত্র ১৫ শতাংশ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রের বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে রাজ্যের আঠারোটি পাটকল খোলার প্রস্তাব দেন। তবে রাজ্যের শুধুমাত্র আঠারোটি পাটকল নয় সবকটি পাটকল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতার সরকার। তবে সবকটি পাটকল খুললেও সেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ শ্রমিককে দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজ করানো হবে। অন্যদিকে চা শিল্পে ২৫ শতাংশ শ্রমিককে ইতিমধ্যেই কাজে লাগানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর জানান, 'জুটের ক্ষেত্রে যে ইন্সট্রাকশন এসেছে তারমধ্যে ১৮ টা কল খুলতে বলা হয়েছে। কিন্তু এমনটা করলে বাকি শ্রমিকরা মাইনে পাবে না। আমরা মনে করছি ১৮ টি না খুলে সবকটি খোলা হোক। সে ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজ করানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ লোক কাজ করার অনুমতি পাবেন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ওপর নজরদারি থাকবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স যাতে মানা হয় তা দেখা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান,' চা-কফি, ছোট শিল্প, কৃষি, সেচের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে। এতে অসুবিধে হবে না পাশাপাশি এইসব সাথে যুক্ত মানুষরা কাজ করলে তাদের পরিবারও খেতে পাবে'। অন্যদিকে সরকারের কাছে নিয়ম মেনে কাজ করতে চাইলে আবেদন করা যেতে পারে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সামাজিক দূরত্ব মেনে ১০০ দিনের কাজ করা যাবে বলে জানান তিনি।

পাশাপাশি ভিন রাজ্যে যে শ্রমিকরা আটকে রয়েছেন তারা চাল জোগাড় করতে পারলেও সবজি কিনতে পারছেন না। এই বিষয়ে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মহারাষ্ট্র সরকার অনেক সাহায্য করেছে। এ সময়টা সবার সহযোগিতা করে কাজ করা উচিত। চাল পেলেও সবজি কেনার টাকা নেই ওদের। ভিন রাজ্যে আটকে থাকা মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করব। দিল্লি , সুরাটে অনেক পরিবার আটকে আছে। চেন্নাইইয়ের ভেলোরে চিকিৎসার জন্য গিয়ে অনেকে আটকে পড়েছেন। খবর পেলেই তাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি।'

ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটিতে নৌকাডুবি, নিখোঁজ চার, ধুলো ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল (হি.স) : সারা বিশ্বে মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে চলছে লকডাউন। লকডাউনের আবহে ঘরে আবদ্ধ থেকেই পয়লা বৈশাখ, বিহু তথা নববর্ষ পালন করেছেন বাঙালি অসমিয়ারা। তার পরের দিন দুসরা বৈশাখ বুধবার দুপুরে উত্তর গুয়াহাটির টিলিংগাঁও এবং ভরলুর মধ্যবর্তী স্থানে দুটি নৌকাডুবি হয়েছে বলে জানা গেছে। নৌকা দুটিতে চারজন জেলে ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা দুটি জলে ডুবে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে এনডিআরএফ-এর দল পৌঁছে উদ্ধারে নামে। এই খবর লেখা পর্যন্ত তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে প্রচণ্ড ধুলো ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পড়ে গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত। আচমকা ধুলো ও ঘূর্ণিঝড়ের হামলায় মুহূর্তের মধ্যে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। ঝড়ের পর ছিটেফোটা বৃষ্টিও হয়েছে। গুয়াহাটির আগে বরপেটাকে তছনছ করেছে ঘূর্ণিঝড়। পরবর্তীতে গুয়াহাটি হয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নগাঁও, হোজাই, দরং, কলাইগাঁও, বরাক উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগর, পাথারকান্দি ইত্যাদি অঞ্চলে ঝড়ে ঘরবাড়ির বিস্তর ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে বকোর পানিখাইতি এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে একটি শিশু পড়ে গিয়েছে বলে খবর পেয়ে নদের বুকে গিয়ে ঝড়ের মধ্যে বিপদে পড়ে এনডিআরএফ-এর একটি দল। কোনও রকম নিজেদের সামলে নদের তীরে ফিরে আসে দলটি।

আজকের প্রবল ঝড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট বেশ কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ে বিভিন্ন জায়গায় গাছগাছালি উপরে গেছে। রাস্তার ধারে দোকানপাটের সাইনবোর্ড, হোর্ডিং সমস্ত উড়ে গেছে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের ওপর গাছ কিংবা গাছের পড়েছে। বহু জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটিও উপড়ে পড়েছে। ফলে রাজ্যের বহু অঞ্চল বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

গুয়াহাটি জু-রোড, বেলতলা, মালিগাঁও, নুনমাটি, নারাঙ্গি ইত্যাদি এলাকা এবং মহানগরের পার্শবর্তী চন্দ্রপুর, খানাপাড়া, গড়চুক, গাড়িগাঁও, লংকেশ্বর, ছয়গাঁও, গরৈমারি, সোনতলি প্রভৃতি এলাকায় ঝড়ে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। জু রোড এলাকায় রাস্তার ধারে ভরলু নদীর পারে গাছ ভেঙে পড়ে। ফ্যান্সিবাজারে পুরনো জেলের দেওয়ালের একাংশ খসে পড়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া নুনমাটি নারাঙ্গির জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ঘরে টিনের চাল উড়ে গেছে। লকডাউনের ফলে রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ ছিল, বাইরে লোকজনও কম। তাই ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজকের ঘূর্ণিঝড়ে নৌকাডুবি ছাড়া অন্য হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসক ও পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি মুরাদাবাদে

লখনউ, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : মুরাদাবাদের নাগফনির নবাবপুরার মসজিদ হাজী নেব এলাকায় যাওয়া চিকিৎসকদের একটি দল ও পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর বৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে গুরুতর জখম হয়েছেন এক চিকিৎসক ও তিন পুলিশকর্মী। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও দুটি পুলিশের গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জেলাশাসক ও এসএসপি। স্থানীয়দের বুঝিয়ে তারা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। গোটা ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

জেলাশাসক রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে তীর্থঙ্কর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনা আক্রান্ত এক রোগীর মৃত্যু হয়। দিল্লির নিজামুদ্দিন তবলীগী জামাতের মরকজে অংশগ্রহণ করেছিল বছর ৪৯ এর ওই ব্যক্তি। এরপর বুধবার সকালে ওই ব্যক্তির পরিজনদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে আসে চিকিৎসকদের একটি দল ও পুলিশ কর্মীরা। পরিবারের লোকেদের যখন পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়।তখন আসপাশ থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। তারা দাবি করতে থাকে যে কোয়ারেন্টাইনে ঠিক করে খেতে দেওয়া হয় না। এরপরই শুরু হয় পাথর বৃষ্টি।

রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখছে না কেন্দ্র,দাবি কংগ্রেসের

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউন পরিস্থিতিতে খাদ্যসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতি দায়ী বলে মনে করে শতাব্দীপ্রাচীন দলটি।

কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র। এর জেরে দুর্ভোগের মুখে পড়ছে সাধারণ মানুষ। লকডাউন থেকে জনগণের স্বার্থ সবক্ষেত্রেই রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। এমনটা করলে সমাধানের পথ বেরিয়ে আসত। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চবন ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বালাসাহেব থরট। করোনা রোধে লকডাউন করে সমস্ত ধরনের ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প ক্ষতির মুখে পড়েছে।বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিকেরা চিন্তিত।এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা উচিত কেন্দ্রের।তাতে করে সমন্বয় বাড়বে এবং পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে। কিন্তু রাজ্য গুলির চাহিদা অগ্রাহ্য করে কেন্দ্র নিজের মতন করে প্যাকেজ ঘোষণা করে চলেছে। যা চাহিদার তুলনায় অনেকটাই কম।

মেঘালয়ে কোভিড-১৯ পজিটিভ আরও ছয়, এঁরা করোনায় প্রয়াত ডাক্তারের আত্মীয় সহায়ক

শিলং, ১৫ এপ্রিল, (হি.স.) : মেঘালয়ে আরও ছয়জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে। তাঁরা সকলেই আক্রান্ত রাজ্যের প্রথম নিহত ডা. জন এল সাইলো রাইন্টাথিয়াঙের আত্মীয় ও সহায়ক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বুধবার টুইট করে এই খবর সরকারিভাবে জানিয়েছেন। টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমণের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে ৬৮ জনের। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের করোনা ভাইরাস পজিটিভ বলে ফলাফল এসেছে। পজিটিভ রোগীদের সকলে রাজ্যর প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর আত্মীয় ও সহায়ক। তবে এই ছয়জনের নমুনা আবার পরীক্ষা করা হবে। বাকিদের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে।'

এদিকে গতকাল শেষরাতে মেঘালয়ের প্রথম করোনা-সংক্রমণে নিহত শিলং ও নংপোর বেথানি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী তথা চিকিৎসক ডা. জন এল সাইলো রাইন্টাথিয়াঙের আন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ভারত সরকারের নির্ধারিত বিধি বলে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ এল হেক।

মেঘালয়ের করোনায় প্রথম মৃত্যুবরণকারী ডা. জন এল সাইলোর কোনও ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। এমতাবস্থায় কী করে তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে, জানতে চাইলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, এখনই সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। গোটা বিষয়ে তদন্ত চলছে। তবে প্রথামিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রী বলেন, প্রয়াত ডা. জন এল সাইলোর জামাতা (মেয়ের জামাই) এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। তিনি গত ১৬ মার্চ নিউইয়র্ক থেকে দিল্লি আসেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের সচিব প্রীতিসূদনের উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রী জানান, দিল্লি থেকে ১৭ মার্চ তিনি যান ইমফল এবং ২০ মার্চ ইমফল থেকে ফের দিল্লি। ইত্যবসরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। তখন ২৪ মার্চ তিনি চলে আসেন শিলং। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন ডা. সাইলো। তবে শিলং আসার পর ৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের কমিশনার-সচিব সম্পত কুমারের কাছে জানা গেছে, বেথানি হাসপাতালের চিকিৎসক, প্রয়াত ডাক্তারের সহায়ক ও তাঁর পরিবার পরিজন-সহ ৬৮ জনের লালারস রক্ত ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য স্থানীয় নেইগ্রিমস-এ পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে ছয়জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। বাকিদের নেগেটিভ। অন্যদিকে ৯২ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। যে ছয়জনের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে তাদের নমুনা আবার পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে হায়দরাবাদের এনআইভি-তে।

করোনার জেরে ফ্রান্স থেকে ৩৬টি রাফাল পেতে দেরি হচ্ছে ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনায় বিধ্বস্ত ফ্রান্স। আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ১. ৪৩ লক্ষ। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ১৫ হাজার। সেই কারণে প্রথম পর্যায় ৩৬ টি রাফাল যুদ্ধ বিমান পেতে দেরি হচ্ছে ভারতের। ফরাসি যুদ্ধবিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা ডাসলোট এভিয়েশন প্রথম রাফাল যুদ্ধবিমানটি ভারতীয় বায়ুসেনাকে দিতে সম্মত হয়েছিল গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর। এরপরে ৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রথম রাফাল যুদ্ধবিমানটি আনতে ভারতীয় বায়ুসেনার একদল প্রতিনিধিকে নিয়ে ফ্রান্সে যান।

সূত্র মারফত জানতে পারা যাচ্ছে করোনার জেরে ভারতকে রাফাল সরবরাহ করতে দেরি করছে ফ্রান্স। এছাড়াও আম্বালা এয়ার বেসে এখনো কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেখানে গোল্ডেন অ্যারোজ নামে ১৭ নম্বর স্কোয়াড্রনের প্রশিক্ষণ চলছে। রাফাল এর দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন হবে পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারায়।ফ্রান্স থেকে আসা প্রথম পর্যায়ের রাফাল যুদ্ধবিমান গুলোকে রাখা হবে আম্বালা এয়ার বেসে। কারণ এখান থেকে ভারত-পাক সীমান্তে দূরত্ব মাত্র দুশো কুড়ি কিলোমিটার।

করোনা আতঙ্কে আত্মঘাতী এক যুবতী

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল (হি. স.): মুম্বই সহ গোটা মহারাষ্ট্রে করোনা বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। মারণ এই রোগে নতুন করে গোটা রাজ্যে ১১৭ জন আক্রান্ত হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮০১। করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলায় সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ের নায়ার হাসপাতালের বছর ২৯ এর এক রোগিনী আত্মঘাতী হয়েছেন। করোনা সবথেকে খারাপ অবস্থা মুম্বইয়ের ওরলিতে।সেখানকার জিজামাতা নগরের বাসিন্দা বছর ২৯ এর এই রোগিনীর শরীরে করোনা র সংক্রমণ ধরা পড়ে। তার চিকিৎসা চলছিল নায়ার হাসপাতলে। সেখানে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়েছিল। বুধবার হাসপাতালে শৌচাগারে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এক হাজার পরিবারের খাবার দিচ্ছেন সঞ্জয়

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার দুস্থ পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা করছেন বলিউড তারকা সঞ্জয় দত্ত ভারতের মুম্বাইতে এই ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় একটি সাহায্য সংস্থাকে সঙ্গে নিয়েছেন তিনি মহামারিতে দুস্থ মানুষদের সাহায্যে ভারত সরকারের সঙ্গে যখন একাত্ম হচ্ছেন বলিউডের মোটা অঙ্গের অর্থ আয় করা তারকারা, তখন সঞ্জয় দত্ত একাই দায়িত্ব নিলেন এতগুলো পরিবারের।

সম্প্রতি টুইটারে এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন সঞ্জয় দত্ত তিনি লিখেছেন, 'দেশজুড়ে ভয়াবহ সংকট যে যেভাবে পারছেন, সবাইকে সহযোগিতা করছেন, এমনকি বাড়িতে অবস্থান করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও সেটা করছেন সবাই আমি আমার সাধ্য মতো যত জনকে পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

এক হাজার পরিবারের জন্য দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সঞ্জয় দত্ত যুক্ত হয়েছেন একটি সাহায্য সংস্থার সঙ্গে বরিভালি ও বান্দ্রায় বসবাসরত পরিবারের জন্য সঞ্জয়ের সাহায্যের অর্থ ব্যয় হবে ওই সাহায্য সংস্থা প্রসঙ্গে সঞ্জয় জানিয়েছেন, 'সাওয়ারকার নামের ওই সংস্থাটি ভালো কাজ করে দুস্থদের সাহায্য করার সময় প্রথমেই আমার তাদের কথা মনে পড়ে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করার মধ্য দিয়েই এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারব।'

শুধু দুস্থদের জন্য ত্রাণ নয়, এই দুর্দিনে ভক্তদের জন্য ভালো ভালো পরামর্শও দিয়েছেন সঞ্জয় এক টুইটবার্তায় ভক্তদের উদ্দেশে সঞ্জয় বলেন, 'এই সময়টা সবাইকে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হবে সুতরাং ভালো খান, শরীরের যত্ন নিন, ব্যায়াম করুন।'

না, জ্যাকুলিন হারিয়ে যাননি

গ্ল্যামার দুনিয়ার অমোঘ হাতছানিতে অনেকেই ছুটে আসেন। চাকচিক্যে ভরা জীবনের জন্য অনেকে এই দুনিয়ায় পা রাখেন। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বিটাউনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু খুব কমসংখ্যক মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয়। আর তখনই তাঁদের ঘিরে ধরে মানসিক অবসাদ। অনেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যান এই 'রেস' থেকে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এ রকম এক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলিউড তারকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। কিন্তু তিনি হারিয়ে যাননি। বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান অনেকটাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন তিনি।

এই বলিউড অভিনয়শিল্পী সম্প্রতি মুখ খুললেন নিজের জীবনের মন খারাপের অধ্যায় নিয়ে। জ্যাকুলিন জানান, একসময় তাঁকে মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরেছিল। খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে তিনি সেই দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। সেই সময় থেরাপিস্টের সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি। জ্যাকুলিন এই হতাশার কারণ চাপিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঘাড়ে।

জ্যাকুলিন জানান, ইন্ডাস্ট্রিতে নানা গুঞ্জন শোনা যায়। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য অনেককে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মানসিক অবসাদ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি আমার থেরাপিস্টের কাছে সব কথা খুলে বলতাম। দীর্ঘ সময় আমি একা কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। আর তখনই আমি শিখে গিয়েছি যে, সব বিরূপ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। আজ সবাই আমার সঙ্গে আছে। আমি এখন অনেক ভালো আছি।'

করোনার তাণ্ডবের সময় জ্যাকুলিন অন্যভাবে সবার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। করোনাকে ঘিরে নানান গুজব আটকানোর চেষ্টা করছেন তিনি। করোনাভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলছেন। জ্যাকুলিন লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে সুরাতের প্রথম করোনায় আক্রান্ত নারী রীতার সঙ্গে কথা বলেছেন।

বলিউড র‍্যাপার বাদশার সঙ্গে সম্প্রতি 'গেন্দা ফুল' নামে একটি গানের ভিডিওতে দেখা গেছে জ্যাকুলিনকে। বিপুল পরিমাণ দর্শকের কাছে অন্য রকম এক জ্যাকুলিনকে পৌঁছে দিয়েছে গানটি।

করোনার দিনে ভাগ্যশ্রীর চুমুর চিহ্ন মুছে দিলেন সালমান

২১ দিনের লকডাউনে ঘরে ঢুকে পড়েছেন বলিউড তারকারা। কিন্তু থেমে নেই তাঁদের সৃজনশীলতা। ঘরে বসেই তাঁরা বানিয়ে ফেলছেন শর্টফিল্ম, সেখানে আবার অংশ নিচ্ছেন দক্ষিণ ভারত, কলকাতা আর মুম্বাইয়ের একঝাঁক জনপ্রিয় মুখ। ঘরে বসেই চলছে টক শো। রিচা চাড্ডার খবর পড়া দেখে আপনি না হেসে থাকতেই পারবেন না। আর টিকটক ভিডিওর তো ছড়াছড়ি। থেকে থেকে সচেতনতামূলক আর থ্যাংক ইউ ভিডিওতেও ভরে ওঠে ইনস্টাগ্রামের উঠান। থেমে নেই দান করছেন করোনামুক্ত ভারত গড়তে। জন্য সিরিজ বানাচ্ছেন কার্তিক আরিয়ান। সালমান খান নতুন করে তৈরি করলেন তাঁর দৃশ্য।

১৯৮৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল ছবি 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'। সেখানে দেখা পালিয়েছেন। এভাবেই সালমানের প্রেমে চিহ্নের ওপর ঠোঁট বোলাচ্ছেন সালমান বানিয়েছেন সালমান।

নতুন দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, সালমান খান ওপর জাঁদরেল গোয়েন্দার মতো সন্দেহের স্যানিটাইজার, অন্য হাতে ন্যাপকিন। তারপর ন্যাপকিন ব্যবহার করে মুছলেন ঠোঁটের দাগ। এভাবেই করোনার দিনে সতর্ক থাকতে বার্তা চলতে বলছেন। ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিও প্যায়ার কিয়া' যদি এখন মুক্তি দেওয়া হতো, তাহলে দৃশ্যটা যেমন হতো। বরুণ ধাওয়ান, নুসরাত বরুচা, কারিশমা তান্না, রাশমি দেশাইসহ অসংখ্য তারকা মন্তব্যে জানিয়েছেন, তাঁদের মনে ধরেছে এই ভিডিও। ২৪ ঘণ্টায় ভিডিওটি ইনস্টাগ্রামে দেখা হয়েছে ২১ লাখের বেশিবার।

প্রথম ছবিতেই হিট যেসব বলিউড নায়িকা

প্রথম ছবিতেই অভিনয় শাহরুখ খানের সঙ্গে। বলিউডে খানদের ছবিতে তাঁদের দাপট থাকে সিনেমাজুড়ে। আর আনুশকা জুটি বাধলেন কিং খানের সঙ্গে। কিন্তু চঞ্চল চরিত্রের 'তানি' ওরফে আনুশকা শর্মা অভিষেকেই নিজেকে চেনালেন অন্যরূপেকী নাচে, কী অভিনয়ে। ছবির গল্প সবার জানা। চঞ্চল ও নাচপাগল মেয়ে তানি। আচমকা মৃত্যু হয় বাবার। বাবা তানিকে সঁপে দিয়ে যান সুরিন্দরের কাছে। সুরিন্দর (শাহরুখ খান) ঠিক তানির উল্টো চরিত্র। শান্তশিষ্ট, মধ্যবিত্ত চাকুরে। কী আর করা। স্বামী হিসেবে সুরিন্দরকে মেনে নেয় তানি। কিন্তু মনের মধ্যে নাচের ঝলক জেগে ওঠে। এদিকে সুরিন্দর বিয়ে করে যেন নতুন করে প্রেমে পড়ে তানির। তানির মন ভালো থাকে এমন সব কাজ করতে প্রস্তুত তিনি। তানি ভর্তি হয় নাচের ক্লাসে। সুরিন্দর এবার তার রূপ বদলে রাজ কাপুর সেজে ওই নাচের ক্লাসেই ভর্তি হন। দুজনের শুরু হয় দোস্তি। গড়ায় প্রেমেও। কিন্তু তানি কাকে ভালোবাসে, সুরিন্দর নাকি রাজকে? এমন দ্বন্দ্ব নিয়ে এগিয়ে চলা ছবিটি অভিনয়, নাচ আর বলিউডের রোমান্টিক গল্প দিয়ে মাত করে রাখে দর্শকদের।

প্রথম ছবিতেই নাচ আর অভিনয় দিয়ে আনুশকা শর্মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সহজে মিলিয়ে যেতে আসেননি তিনি। প্রথম ছবিতেই হিট। আর এখন, বলিউডের প্রথম সারির নায়িকাদের একজন।

'শাহরুখ খানকে নিয়ে বন্ধু নির্মাতা ও পরিচালক ফারাহ খান নির্মাণ করবেন মিস্ট্রিয়াস একটি ছবি। যে ছবিতে শাহরুখ ও নায়িকা দুজনেরই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। ফারাহ খান শাহরুখের নায়িকা হিসেবে আস্থা রাখলেন একজন খেলোয়াড়ের মেয়ের ওপর। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের মেয়ে দীপিকা পাড়ুকোন এলেন নায়িকারূপে। এসেই বাজিমাত। 'ওম শান্তি ওম' ছবিতে কিং খানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন দীপিকা। কুড়িয়েছেন প্রশংসাও। সেই শুরু, এখনো অভিনয় করেই চলছেন। এই সময়ে বলিউডের শীর্ষ নায়িকা বললে দীপিকা পাড়ুকোনের নাম আসবে সবার আগে।

হিমাচল প্রদেশের মেয়ে কঙ্গনার কেবলই 'শো---পিস', সেখানে কঙ্গনার ছবিগুলো থাকে কঙ্গনাকে ঘিরেই। 'কুইন' থেকে শুরু করে 'তানু ওয়েডস মানু' কিংবা 'ফ্যাশন'কঙ্গনা নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন অভিনয়ে। ২০০৬ সালের 'গ্যাংস্টার' ছবির নায়িকার চরিত্রটি করতে পরিচালক অনুরাগ বসু ভরসা করেন এই নবাগতর ওপর। অনুরাগের ভরসার বিফলে যায়নি। প্রথম ছবিতেই নিজেকে চিনিয়েছেন কঙ্গনা। পরের বছর ২০০৭ সালে অনুরাগের আরেক ছবি 'লাইফ ইন মেট্রো'তেও তাই অনুরাগ নিলেন কঙ্গনাকেই।

১৯৭৯ সাল। পরিচালক কে বিশ্বনাথ তেলুগু ছবি 'শ্রী শ্রী সবকিছুই তারকা দিয়ে ঠাসা। কিন্তু নায়িকা কে? কে বিশ্বনাথ তারকায় ঠাঁসা এই ছবিতে নিয়ে এলেন নতুন এক নায়িকাকে। নামজয়া প্রদা। 'সারগাম' নিয়ে কি কিছু বলার আছে? বলিউড এই মিউজিক্যালে জয়ার সৌন্দর্যের দাগ এখনো মুছে যায়নি সে সময়ের দর্শকদের হৃদয় থেকে।

বলিউডে অভিনয়ের এক দশক শেষ শাম্মী কাপুরের। তাঁর সঙ্গেই কিনা অভিনয় করতে এসেছে ১৬ বছরের সায়রা! সে যা—ই হোক। অত চিন্তা কী? এক শাম্মীকে দেখেই তো দর্শক মাত। নায়িকার অত গুরুত্বের কী দরকার। এই হলো হিসাব—নিকাশ। কিন্তু 'জংলি' ছবি

বলিউড—যাত্রা খুব সহজ নয়। ভাঙা হিন্দি বলা মেয়েটি এখন শুধু অভিনয়শিল্পীই নন, পরিচালকও। 'মনিকর্ণিকা: দ্য কুইন অব ঝাঁসি' ছবিতে অভিনয়ের পাশপাশি পরিচালনার ভারটিও বহন করেছেন।

বলিউডে অভিনয় দিয়েই টিকে আছেন এই অভিনেত্রী। নায়কদের ভিড়ে যেখানে বলিউডে নায়িকা মুখা'---এর রিমেক করবেন হিন্দিতে।

অসাধারণ এই মিউজিক্যাল সিনেমার নায়ক ঋষি কাপুর। নায়িকা একজন নৃত্যশিল্পী। মিউজিক্যাল হওয়ায় ছবির গানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীকান্ত --- পেয়ারেলালকে। গানগুলো গাইবেন মোহাম্মদ রাফি আর লতা মঙ্গেশকর জুটি। ছবির মুক্তির পর সব হিসাব—নিকাশ যে উল্টে গেল। ছবির রাজকুমারী চরিত্রের সায়রা বানু দর্শকের 'রাজকুমারী' হয়ে দেখা দিলেন। আর দর্শকের মুখে, শুধু সায়রা আর সায়রা। শাম্মী কাপুর যেন উড়ে গেলেন সায়রা বানুর রূপের ছটায়। সেই তো শুরু। তারপর কেবলই এগিয়ে চলা। হয়ে ওঠা সৌন্দর্যের প্রতীক 'প্রাচ্যের ভেনাস' হিসেবে।

যে কারণে তিনি প্রতিদিন পুরি—হালুয়া, আলুর পরোটা খাচ্ছেন

অধিকাংশ বিটাউন তারকা লকডাউনের ষোলো আনা কাজে লাগাচ্ছেন। দীপিকা, সোনমসহ অনেক নায়িকা হেঁশেলে গিয়ে বাহারি পদ রান্না করছেন। এদিকে বলিউড অভিনয়শিল্পী কৃতি শ্যানন কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া করছেন। তবে তিনি এই গৃহবন্দী দশাতেও আগামী ছবির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তাই চরিত্রের প্রয়োজনে মোটা হওয়ার জন্য জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করছেন এই বলিউড অভিনয়শিল্পী।

'বরেলি কি বরফি', 'লুকা ছুপি', 'পানিপথ'সহ নানান ছবিতে নানান চরিত্রে কৃতি নিজেকে মেলে ধরেছেন। এবার তাঁর আগামী ছবি মিমিতে তাঁকে দেখা যাবে এক ভিন্ন চরিত্রে। স্যারোগেসির ওপর নির্মিত এই ছবিতে কৃতি মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন। মিমি ছবিতে তাঁর লুকও হবে একেবারে অন্য রকম। আর তাই এই লকডাউন সময়ের পুরোপুরি ফায়দা নিচ্ছেন তিনি। মিমি ছবির জন্য তাঁকে ১৫ কেজি ওজন বাড়াতে হবে। তাই সকাল থেকেই লোভনীয় নানান খাবারের মজা নিচ্ছেন এই বলিউড কন্যা। প্রাতরাশে তিনি খাচ্ছেন পুরি-হালুয়া, আর ছোলার তরকারি। আবার কখনো কখনো লুফে নিচ্ছেন আলুর পরোটারও।

কৃতি তাঁর এই ছবিটিকে ঘিরে খুবই উৎসাহিত। মিমি ছবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি জানি না ওজন বাড়ার পর আমাকে কেমন দেখতে লাগবে। এই ছবির জন্য আমি নতুন কোনো প্রজেক্টে হাত দিচ্ছি না। আমি নাচ করতে দারুণ ভালোবাসি। গান শুনলেই আমি নাচতে শুরু করে দিই। কিন্তু এখন আমি এসব কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখছি। আমার পুরো নজর এখন ওজন বাড়ানোর দিকে। মিমি ছবিতে আমার অভিনীত চরিত্রের জন্য আমি নতুন ধরনের নানা পরীক্ষা—নিরীক্ষা চালাচ্ছি।'

কৃতির শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল 'পানিপথ'। আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত এই ঐতিহাসিক ছবিটি বক্স অফিসে সফলতা পায়নি। ছবির সফলতা এবং অসফলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ছবি হিট হলে দারুণ লাগবে, তা স্বাভাবিক। তবে কোনো ছবি না চললে এর আর একটা দিক আছে। কারণ, অনেক পরিশ্রমের পর ছবিটা যখন চলে না, তখন খুব খারাপ লাগে। 'পানিপথ'-এর ক্ষেত্রেও তা—ই হয়েছিল। তবে দু-তিন সপ্তাহ পর এই মন খারাপ কাটিয়ে উঠি। আর এই মন খারাপ ভাব থেকে বের হয়ে আসা উচিত। তা না হলে আগামী ছবির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারব না।'

লকডাউনে মা, বাবা, বোন নূপুর শ্যানন আর কৃতি একসঙ্গে আছেন। বোন কবিতা লিখে আবৃত্তি করছেন। সেই ভিডিও আপলোড করছেন তিনি। কেক বানাচ্ছেন, ইয়োগা করছেন। আর নিশ্চিন্তে খাচ্ছেন।

পড়তে পারো আবোল তাবোল

করোনাভাইরাসের এই কঠিন সময়ে বন্ধুরা সব দূরে। তবে একটা বন্ধু কিন্তু কাছেই আছে। কে সে? সে হচ্ছে বইবন্ধু। নানা ব্যস্ততায় হয়তোবা শেলফের ওই ধুলাজমা বন্ধুটির খবর নেওয়া হয়নি। এখন স্কুল ছুটি থাকায় বন্ধুটির সঙ্গে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতে মানা নেই। আজ তোমাদের আমি এক বইবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। সে হচ্ছে সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল। সাধারণ কিংবা মামুলি বিষয়ও যে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, তার অনন্য উদাহরণ আবোল তাবোল। এই ছুটিতে আমি যে বইগুলো পড়েছি, তার মধ্যে এই বই সেরা। আবোল তাবোল লিখেছেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সুকুমার রায় রসের রাজা। মানে তাঁর প্রতিটি লেখাই দারুণ মজার। আবোল তাবোলও এর ব্যতিক্রম নয়। ছড়ার এই বইয়ে হাঁস আর শজারু মিলে হয় হাঁসজারু, বক আর কচ্ছপ মিলে বকচ্ছপ, হাতি আর তিমি মিলে হয় হাতিমি। আরও কত শত অদ্ভুত মজার ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা তোমরা বইটা পড়লেই জানতে পারবে। কাঠবুড়ো, কুমড়োপটাশের মতো অদ্ভুত চরিত্রগুলো তোমার মুখে হাসি ফোটাবে। আর ছড়ার সঙ্গে লেখকের আঁকা ছবিগুলো দেবে বাড়তি মজা। বইটি একবার হাতে নিয়ে দেখো, শেষ না করে উঠতে পারবে না।

অসমে করোনায় আক্রান্ত প্রথম মহিলা, সংখ্যা বেড়ে ৩২

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে এবার ধরা পড়েছে জনৈক মহিলার শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল ভাইরাসের সংক্রমণ। এ নিয়ে অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২-এ। আক্রান্ত মহিলার নাম রশিদা খাতুন (২৫)। তাঁর বাড়ি ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়া মহকুমার হাকামা গ্রামে। গতকাল রাত ১১:০৭ মিনিটে প্রথম এই খবর দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মহিলার স্বামী ২৯-তম করোনা-আক্রান্ত রহিম উদ্দিন। গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে আইসোলেশনে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহখানেক আগে ধুবড়ি জেলার বড়কান্দা হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল রশিদা খাতুনকে। রক্ত ও লালারসের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ ফল আসার পর তাঁকে গতকাল রাতেই গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসমেও বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। রাজ্যে প্রথম করোনায় আক্রান্ত মহিলা রশিদার স্বামী রহিম উদ্দিন গুয়াহাটির আটগাঁও কবরস্থান মসজিদে গত ১২ মার্চ নৈশ যাপন করে এদিন অন্য তিন করোনা আক্রান্ত সহ ১০০ জন এই মসজিদে এক সভা করেছিলেন। যার জন্য গত ১০ এপ্রিল আটগাঁও কবরস্থান মসজিদকে অসমে করোনা ভাইরাসের 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করে সিল করা হয়েছে।

লকডাউনের মধ্যেই ওডিশায় শুরু হচ্ছে ই-কমার্স পরিষেবা

ওডিশা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে ৩ মে পর্যন্ত লকডাউনের সময়সীমা বাড়িয়েছে কেন্দ্র। দেশজুড়ে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছাড়া সব কিছুই বন্ধ রয়েছে। এবার লকডাউনের মধ্যেই ই-কমার্স পরিষেবা সম্পূর্ণ চালু রাখার সবুজ সংকেত দিল ওডিশা। প্রতিবেশী রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বুধবার থেকে রাজ্যে ই-কমার্স পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। ওডিশার বিশেষ ত্রাণ কমিশনার প্রদীপ জানা জানিয়েছেন আমাজন, ফ্লিপকার্ট, ব্লুডার্ট, ডিটিডিসি, বিগবাস্কেট সহ সব ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সব ধরনের ডেলিভারিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশে প্রথম লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওডিশা। সেখানে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন চলবে। আগে নির্বাচিত কিছু দোকানে খাবার ডেলিভারিতে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ওডিশায় ৫৪ জন করোনাভাইরাস সংক্রমণের খবর মিলেছে। ১৩ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাজ্যে করোনাভাইরাস সংক্রমণে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এখন ওডিশায় করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়ছেন ৪০ জন।

মেঘালয়ে প্রথম করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু টুইটে শোক তথাগত ও কনরাড সাংমার

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : মেঘালয়ের প্রথম করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল। বুধবার টুইটে প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যপাল তথাগত রায় এবং মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

কনরাড টুইটে জানান, আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মেঘালয়ের প্রথম করোনা আক্রান্ত আজ ভোর পৌনে তিনটায় মারা যান। তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক। এর প্রেক্ষিতে তথাগতবাবুও টুইটে প্রয়াত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতি জানান।

কনরাড অপর একটি টুইটে জানান, "এখন পর্যন্ত মোট ৬৮ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ছ'জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। এঁরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং প্রথম করোনা পজিটিভ আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

মেঘালয়ে প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর আগেই দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক। এক প্রবীণ ডাক্তারের নমুনা পরীক্ষার ফলে পজিটিভ আসে। উত্তর-পূর্বের ইন্দিরা গান্ধী রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্সে নমুনা পাঠানো হয়েছিল। সোমবার সেখান থেকে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আক্রান্ত ৬৯ বছর বয়সি ওই ডাক্তার হিমালয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তবে, আক্রান্ত ডাক্তার সম্প্রতি রাজ্যের বাইরে কোথাও যাননি। তাই কী ভাবে তিনি করোনায় আক্রান্ত হলেন, তা স্পষ্ট নয়।

রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, প্রবীণ ডাক্তার যে বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, সেখানকার কোনও রোগী আপাতত বাইরে বেরোতে পারবেন না। তাঁদের আগামী কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রেখে, নমুনা টেস্ট করতে পাঠানো হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, হাসপাতাল সিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই হাসপাতাল এখন কোয়ারানটিন সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। হাসাপাতালের অন্য ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এমনকী তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও পরীক্ষা করা হবে। করোনা ধরা পড়ার পরপরই শিলংয়ে কারফিউ জারির নির্দেশ দেওয়া হয়।

করোনা ঠেকাতে আধাসেনা নামানোতে টুইটে প্রস্তাব ধনকরের

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউন সফল করার চেষ্টায় লাগলে আধা সেনা নামানোর প্রস্তাব দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, করোনাকে ঠেকাতে লকডাউন পুরোপুরী মানা উচিত। এর ১০০ শতাংশ কার্যকরী করতে, সামাজিক দূরত্ব ও ধর্মীয় সমাবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসন। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। লকডাউনকে সফল করতেই হবে। প্রয়োজনে আধা সেনা মোতায়েনের বষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।"

লকডাউনের মেয়াদ আগেই বাড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সেই মেয়াদ ৩ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার মধ্যেই শহরে লকডাউন সফল করতে রাস্তায় নামলেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে আটকে থাকা ভারতীয় শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনুক কেন্দ্র : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের জেরে মধ্যপ্রাচ্যে আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় শ্রমিক। মধ্যপ্রাচ্যে আটকে থাকা সেই সমস্ত ভারতীয় শ্রমিকদের বিশেষ বিমানে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

বুধবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, "কোভিড-১৯ সংকট এবং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিক গভীর হতাশায় এবং বাড়িতে ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন।" কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ জানিয়ে রাহুল লেখেন, বিমানের ব্যবস্থা করে আমাদের ভাই-বোনেদের দেশে ফিরিয়ে আনা উচিত সরকারের।

লকডাউন নিয়ে জারি নির্দেশিকা : পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা, বাধ্যতামূলক মাস্ক

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে আগামী ৩ মে পর্যন্ত। লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার পরবর্তী দিনই জারি হল নির্দেশিকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন অনুযায়ী, পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা থাকছেই, একইসঙ্গে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৩ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকছে সিনেমা হল, শপিং মল, শপিং কমপ্লেক্স, ব্যমাগার, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, বার প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ৩ মে পর্যন্ত আন্তঃ রাজ্য, আন্তঃজেলায় যাতায়াত, মেট্রো ও বাস পরিষেবা নিষিদ্ধ। ৩ মে পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা এবং ট্রেন পরিষেবাও বাতিল থাকছে। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা স্থান বন্ধ থাকবে।

লকডাউনের মধ্যে খোলা থাকবে মুদির দোকান, ফল, সবজির দোকান, দুধের বুথ, পোলট্রি, মাংস এবং মাছের বাজার। ২০ এপ্রিলের পর খোলা থাকবে হাইওয়ে ধাবা, ট্রাক মেরামত দোকান, সরকারি কার্যক্রমের জন্য কল সেন্টার।

করোনায় মৃত্যু আরও দু''জনের, গুজরাটে সংক্রমিত বেড়ে ৬৯৫

আহমেদাবাদ, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও দু''জন। ভাদোদরায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ বছর বয়সী করোনা-সংক্রমিত একজন বালিকার, এছাড়াও সুরাটে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ বছর বয়সী মহিলার। গুজরাট স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, নতুন করে দু''জনের মৃত্যুর পর করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩০।

অন্যদিকে, গুজরাটে করোনাভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬ জন। ৫৬ জনের মধ্যে আহমেদাবাদে সংক্রমিত ৪২ জন, সুরাটে ৬ জন, ভাদোদরা ও পঞ্চমহলে ৩ জন করে এবং বাতদ ও খেদায় একজন করে আক্রান্ত। নতুন করে ৫৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯৫।

মুম্বইয়ের ভাটিয়া হাসপাতালে আরও ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে পাওয়া গেল করোনার সংক্রমণ

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : মুম্বইয়ের ভাটিয়া হাসপাতালের আরও ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে বুধবার করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। ফলে এই হাসপাতালে সব মিলিয়ে আক্রন্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫।

অন্যদিকে এদিন ধারাভিতে পাঁচ, দাদরে দুই, মাহিমে এক জনের শরীরে নতুন করে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। ফলে বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে সব মিলিয়ে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৭৪। মৃত্যু হয়েছে ১১২ জনের।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ১২ ঘন্টায় মুম্বইতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১৮ জন।ভাটিয়া হাসপাতলে নতুন করে ১০ জন আক্রান্ত হওয়ার আগে থেকেই ওই হাসপাতালে ওপিডি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। গোটা হাসপাতালকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি ধারাভিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ধারাভির মুকুন্দনগরে আরো পাঁচ জনের শরীরে করানোর সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে এই বস্তিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০।

ভিন রাজ্য থেকে আসায় মেয়ের মৃতদেহ সৎকারে বাধা বেলপাহাড়ীর বাসিন্দা

ঝাড়গ্রাম,১৫ এপ্রিল (হি. স.) : কর্মসুত্রে ভিন রাজ্য থাকতেন মা। লক ডাউনের জেরে এ রাজ্যে ফিরতে পারেননি। এর মধ্যে এখানে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে মেয়ের। এই খবর পাওয়ার পরেই পুলিশের অনুমিত নিয়ে ভিন রাজ্য থেকে এসে মেয়েকে শেষ দেখা দেখতে আসেন মা। পরে মা মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে গ্রামে এলে সৎকার করতে দিল না গ্রামবাসীরা। যার ফলে বাধ্য হয়ে মেয়ে দেহ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কলকাতার কোনও একটি শ্মশানে শেষকৃত্য করেন। ঘটনাটি ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ীর পূর্নাপানি গ্রামে।

জানা গিয়েছে ওই গ্রামের ফুলমনি শবর মেয়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার চৌদ্দদিন পর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ফিরে দেহ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে বেলপাহাড়ি থানার পূর্নাপনি গ্রামে ফিরলে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন। বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে গ্রামের বাসিন্দারা আটকে দেয় তাদের পথ। শেষে বেলপাহাড়ি থানার পুলিশের হস্থক্ষেপে গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও রাজি করাতে পারেনি। পরে রাতেই দেহ নিয়ে মা ফুলমনি এবং মেয়েটির কাকা লক্ষী শবর কলকাতা ফিরে যান।করোনা নিয়ে অজ্ঞতার করনেই এমন ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেলপাহাড়ির পূর্নপানি গ্রামের ফুলমনি শবর তার দুই মেয়েকে নিয়ে গ্রামে থাকেন।ফুলমনির স্বামী তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।ফুলমনির দুই মেয়ে নন্দিনী শবর এবং সঞ্জিতা শবর দক্ষিন চব্বিশ পরগানার একটি আবাসিক স্কুলে থেকে পড়াশুনা করত।

পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ৩১ মার্চ নন্দিনী শবর অসুস্থ হলে আবাসিত স্কুলের পক্ষ থেকে তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ভর্তি করা হলে মারা যায়।ওই স্কুলের পক্ষ থেকে বেলপাহাড়ির গ্রামের মেয়েটির আত্মীয় এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ফুলমনির কাছে খবর দেওয়া হয়।খবর পাওয়ার পরেই ফুলমনি কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং মেয়েকে শেষবার দেখার জন্য আকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু লকডাউনের কারনে তিনি ফিরতে পারছিলেন না।এদিকে বেলপাহাড়িতেও আত্মীয়রা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।এই সময় শবর পরিবারটির পাশে দাঁড়ান পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজের পক্ষ থেকে ঝর্না আচার্য।এর মধ্যে বেশ কয়েক দিন কেটে গিয়েছে।৪ এপ্রিল ঝর্না দেবী খবর পাওয়ার পর ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপারের কাছে একটি আবেদন করেন যাতে মেয়েটির দেহ মা ফিরে পায় এবং ঘটনার তদন্ত হয়।এরপর বেলপাহাড়ির পুলিশের পক্ষ থেকে ফুলমনি যাতে আসতে পারে তার অনুমতি দেওয়া হয় এবং অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়া এলাকার থানার পক্ষ থেকেও অনুমতি মেলে।যাতে কোন মাছ বা কোন পন্য বাহী গাড়ি করে তারা ফিরতে পারে সেই চেষ্টা করা হয়েছিল।কিন্তু সেখানে সেরকম কোন গাড়ি পাওয়া যায় নি।এরপর ১৪ এপ্রিল একটি গাড়ি করে ফুলমনি ফিরে আসেন।উল্লেখ্য বিজয়ওয়াডার পান্নভরমে একটি বরফ কারখানায় কাজ করেন ফুলমনি, দেওর লক্ষী শবর এবং তার ভাইয়ের স্ত্রী সুমি শবর।এর ফিরে আসেন ১৪ এপ্রিল।নন্দিতা শবরের দেহ কলকাতার ওই হাসপাতাল মর্গে ছিল।বিকেলে মেয়ের দেহ নিয়ে তারা বেলপাহাড়ির পূর্নাপানি গ্রামে যাওযার চেষ্টা করেন।রাত সাতটা নাগাদ গ্রামের কাছে পৌছালে তাদের বিক্ষোভ দেখিয়ে ,রাস্তা অবরোধ করে ফিরিয়ে দেওয় হয়।পুলিশ চেষ্টা করেও তাদের গ্রামে ঢোকাতে পারেন নি।রাতে তারা কলকাতায় ফিরে যান।অন্যদিকে ওই বিদ্যালেয় ফুলমনির বড় মেয়ে সহ আরো দুটি মেয়ে লেখা পড়া করত।তাদেরও ফিরিয়ে আনা হয়।যাদি এদিনও তাদের গ্রামে ঢুতে দেওয়া হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর সমাজ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ঝর্না আচার্য বলেন " খবর পাওয়ার পর ৪ এপ্রিল ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপারকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে মেয়েটির দেহ এবং তার মাকে ফিরিয়ে আনার আবেদন করেছিলাম।কিভাবে মৃত্যু হল তার তদন্ত,ময়নাতদন্তের আবেদন করেছি।ঝাড়গ্রাম পুলিশ এবং বিজয়ওয়াড়া পুলিশের সহায্যে ফুলিমনি ফরিতে পেরছে।যদিও লকডাউনের কারনে ১৪ দিন পরে ফিরতে পেরছে। ৩১ মার্চ মেয়েটি চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে মারা গিয়েছিল।বহু কষ্ট করে ফিরলেও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।রাতেই তারা কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেখানে শেষকৃত্য করে।এদিনও তারা গ্রামে ফরিতে পারেনি"। অন্যদিকে এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কোন মন্তব্য করতে চাননি।।

নিয়ম ভাঙলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে" রবীন্দ্র সরোবরে বার্তা কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম ওঠার জোগাড় শহরবাসীর।করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন কলকাতাতেও চলছে লকডাউন কিন্তু এই লগ্নে শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে বেরোনো যেতে পারে বাড়ির বাইরে কিন্তু অনেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরোতে চাইছে বাইরে। আর তাই "নিয়ম ভাঙলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে রবীন্দ্র সরোবরে ড্রোন উড়িয়ে মাইকিং কলকাতা পুলিশের। মাইকিং করে কলকাতা পুলিশের তরফে বলা হয়, " "কলকাতা পুলিশের ড্রোন উপর থেকে নজরদারি চালাচ্ছে।নিয়ম যারা ভাঙবে তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘরে থাকুন সুরক্ষিত থাকুন।কলকাতা পুলিশের তরফে আবারো বলা হচ্ছে দয়া করে ঘরে থাকুন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অযথা বাড়ির বাইরে বেরোবেন না"।

করোনায় লোকে পরস্পরকে দোষারোপ করতেই ব্যস্ত, টুইটে তসলিমা

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : করোনায় কোথায় আমরা সম্মিলিতভাবে লড়াই করব! তা না করে পরস্পরকে দোষ দিচ্ছি। বুধবার টুইটে এমনটাই মন্তব্য করেন তসলিমা নসরিন। তিনি লিখেছেন, "করোনায় এটাই মজার! কেন রোগ ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে দোষ দিচ্ছি একে অপরকে।

লকডাউনের আবহে তামুলপুরে আটক মদের কার্টুন বোঝাই গাড়ি

তামুলপুর (অসম), ১৫ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের আবহে প্রচুর পরিমাণের বিদেশি মদের কার্টুন বোঝাই গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। ঘটনা বাকসা জেলার তামুলপুরে মঙ্গলবার রাতে সংঘটিত হয়েছে।

বুধবার সকালে তামুলপুর থানার ওসি এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল রাতে রঙিয়া-তামুলপুর-ভুটান সড়কে টহল দিচ্ছিল পুলিশের দল। মধ্যরাতের দিকে ওই সড়কে এএস ০১ বি ডব্লিউ ৮৭৪১ নম্বরের একটি মারুতি কারে তালাশি জানিয়ে ১২ কার্টুন বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান ওসি। এরা প্রেম তামাং এবং মইনউদ্দিন।

তিনি জানান, তামুলপুরের কোনও এক অজ্ঞাত স্থান থেকে দরঙ্গা মেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মদের কার্টুনগুলি। মদগুলি প্রেম তামাং নামের এক ব্যক্তি গোপন স্থান থেকে কিনে এনেছিল। প্রেম তামাং নাকি স্বীকার করেছে, মদের বোতলগুলি তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। লকডাউনের সময় বিক্রি করবে বলে।

উল্লেখ্য, লকডাউনের সময় গত রবিবার তিনদিনের জন্য রাজ্যে মদ বিক্রি ও ক্রয়ে অনুমতি দিয়েছিল আবগারি দফতর।

বাড়ছে উদ্বেগ! মুম্বইয়ের ধারাভিতে করোনা-সংক্রমিত আরও ৫ জন

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি, মুম্বইয়ের ধারাভি বস্তিতে আরও ৫ জনের শরীরে মিলল মারণ করোনাভাইরাস। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর, বুধবার সকাল পর্যন্ত ধারাভিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছেছে এবং মৃতের সংখ্যা ৭। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) জানিয়েছে, ধারাভি বস্তিতে নতুন করে ৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। মুকুন্দ নগর লোকালিটির বাসিন্দা প্রত্যেকেই পুরুষ। এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি ধারাভিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে আধা সেনা কি করবে? পাল্টা প্রশ্ন মমতার

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.): এই পরিস্থিতিতে আধা সেনা কি করবে? রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের আধা সেনা নামানোর প্রসঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে রাজনীতি না করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইট করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর লেখেন, 'করোনাকে ঠেকাতে লকডাউন পুরোপুরি মানা উচিত। এর ১০০ শতাংশ কার্যকরী করতে, সামাজিক দূরত্ব ও ধর্মীয় সমাবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসন। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। লকডাউনকে সফল করতেই হবে। প্রয়োজনে আধা সেনা মোতায়েনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত'। রাজ্যপালের এই কথার প্রেক্ষিতে এদিন পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্নে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ প্যারা মিলিটারির কথা বলছেন। প্যারা মিলিটারি প্রসেস কি করতে প্রয়োজন।

ছয়ের পাতায়

রাজৌরিতে গোলাগুলি বর্ষণ পাক সেনার : ক্ষতিগ্রস্ত দু''টি বাড়ি, দু''জন আহত

জম্মু, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে পুনরায় হামলা চালাল পাক সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে, প্রায় সারারাত ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের মাঞ্জাকোটে সেক্টরের রাজধানী এলাকায়, লামীবাড়ি গ্রামে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনী। এছাড়াও পুঞ্চ জেলা সংলগ্ন মেন্ধর ও বালাকোটে সেক্টরেও হামলা চালায় পাক সেনা।

প্রশাসন সূত্রের খবর, লামীবাড়ি গ্রামে পাক গোলাগুলি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দু''টি বাড়ি। এছাড়াও ১০ বছর বয়সী বালিকা-সহ দু''জন আহত হয়েছেন। লামীবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা নাজির হুসেনের বাড়িতে আঘাত হানে মর্টার, আহত হয়েছেন ৭০ বছর বয়সী রফিক খান এবং ১০ বছর বয়সী সোনিয়া শাবির। দু''জনই একই পরিবারের সদস্য, তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিএসএফ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে মেন্ধর শহরে জনবসতি এলাকায় মর্টার শেল পড়ে থাকতে দেখা যায়। এখানেই শেষ নয়, কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরেও পাক সেনা হামলা চালায়। পাকিস্তানের দিক থেকে গোলাগুলি বর্ষণ থামে বুধবার ভোর চারটে নাগাদ।

করোনা পরীক্ষা নেগেটিভ রুপানির, করবেন বাড়ি থেকে কাজ

আহমেদাবাদ, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করার পর বুধবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি স্বাস্থ্য পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর শরীরে করোনা পাওয়া যায়নি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে দেখা করবেন না মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বাসভবনে থেকেই দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজের তদারক করবেন তিনি।

অন্যদিকে বিধায়ক ইমরান খেদাওয়ালার ভাইঝি ও গাড়িচালক এবং আরো এক বিধায়ককে বাড়ির মধ্যেই কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।সিএম হাউজের অফিসকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে। ডা: অতুল প্যাটেল এবং ডা: আর কে প্যাটেল এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সচিব অশ্বিনী কুমার জানিয়েছেন যে বিজয় রুপানি নিজের বাড়ি থেকেই রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের তদারক করছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন যেহেতু ইমরান খেদাওয়ালার মাস্ক না পরে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন. সেই কারণে বৈঠকে উপস্থিত সকল নেতা-মন্ত্রীদের সেল্ফ কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া উচিত।

করোনায় আক্রান্ত সুজানের দিদির বাড়ির এক কর্মী

মুম্বাই, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : বলিউড সুপারস্টার হৃত্বিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খানের দিদি ফারহা খান আলির বাড়িতে কর্মরত এক কর্মী এবার করোনা আক্রান্ত হলেন।

জানা যাচ্ছে, গত কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থবোধ করছিলেন। সম্প্রতি ফারহাই নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর টেস্ট করান, এবং সেই টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে যেহেতু তাঁরা ফারহার বাড়িতে এই সময় ছিলেন তাই সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে সকল কর্মীকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর পরিবারও হাউস কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিএমসির তরফ থেকে ইতিমধ্যে ফারহার বাড়িকে সিল করে দিয়েছে এবং স্যানিটাইজেশনের প্রক্রিয়া চলছে। মঙ্গলবারই রাতে ফারনা টুইট করে এই বিষয়টি জানান।

করোনা মোকাবিলায় ফুল ফেস প্রটেক্টিভ কিট বানাল উত্তরাখণ্ডের স্টার্টআপ কোম্পানি

দেহরাদুন, ১৫ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় কম খরচে ফুল ফেস প্রটেক্টিভ কিট বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিল উত্তরাখণ্ডের একটি স্টার্ট আপ কোম্পানি। সান ফক্স টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড নামে ওই কোম্পানি প্রায় ৫০০টি এই ধরণের কিট তৈরি করেছে। বাজারে এর চাহিদাও তৈরি হয়েছে।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজত জৈন জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এর একটি কোম্পানির সহযোগিতায় এই কিট তৈরি করা হয়েছে। ফুল ফেস প্রটেক্টিভ কিট তৈরি করার গোটা প্রক্রিয়াটি যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে। ফলে এখানে মনুষ্য সংস্পর্শ নেই বললেই চলে। লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ এবং জরুরী পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই কিট ব্যবহার করতে পারেন।প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টি কিট তৈরি করা হয়েছে। বাজারে কিনতে গেলে প্রতিটি কিটের দাম পড়বে ৩৫০ টাকা করে। এই কোম্পানি ভেন্টিলেটার তৈরি করেছে। প্রথাগত ভেন্টিলেটরে তুলনায় এই যন্ত্র অনেক বেশি উন্নত।

অসমে করোনায় আক্রান্ত প্রথম মহিলা, সংখ্যা বেড়ে ৩২, কোভিড-১৯ রোগী স্বামীও

গুয়াহাটি, ১৫ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে এবার ধরা পড়েছে জনৈক মহিলার শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল ভাইরাসের সংক্রমণ। এ নিয়ে অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২-এ। আক্রান্ত মহিলার নাম রশিদা খাতুন (২৫)। তাঁর বাড়ি ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়া মহকুমার হাকামা গ্রামে। গতকাল রাত ১১:০৭ মিনিটে প্রথম এই খবর দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মহিলার স্বামী ২৯-তম করোনা-আক্রান্ত রহিম উদ্দিন। গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে আইসোলেশনে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহখানেক আগে ধুবড়ি জেলার বড়কান্দা হাইস্কুলের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল রশিদা খাতুনকে। রক্ত ও লালারসের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ ফল আসার পর তাঁকে গতকাল রাতেই গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অসমেও বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। রাজ্যে প্রথম করোনায় আক্রান্ত মহিলা রশিদার স্বামী রহিম উদ্দিন গুয়াহাটির আটগাঁও কবরস্থান মসজিদে গত ১২ মার্চ নৈশ যাপন করে এদিন অন্য তিন করোনা আক্রান্ত সহ ১০০ জন এই মসজিদে এক সভা করেছিলেন। যার জন্য গত ১০ এপ্রিল আটগাঁও কবরস্থান মসজিদকে অসমে করোনা ভাইরাসের 'হটস্পট' হিসেবে চিহ্নিত করে সিল করা হয়েছে।

মঙ্গলবার নববর্ষের দিনে আগরতলায় হালখাতা যাত্রা করানো হয়। ছবি- নিজস্ব।

খাবার মিলছে না ঝাড়খণ্ডে আটকে থাকা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রীদের

রামপুরহাট, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : নূন্যতম মানবিক চাহিদা পানীয় জল ও বাঁচার জন্য একটু খাবার মিলছে না ঝাড়খণ্ডের মাইথনে আটকে থাকা রাজমিস্ত্রীদের। ভিডিও বার্তায় তাঁরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যেশে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন তাঁদের বাঁচানোর জন্য।

জানা গেছে, বিহারের ঔরঙ্গাবাদে রাজমিস্ত্রীর কাজে যান তাঁরা। হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অগত্যা হাঁটতে থাকতে থাকেন তাঁরা। সঙ্গে খাবার ছিল না। পুলিশের মার, বিস্কুট আর রাস্তার পানীয় জল খেয়ে ধানবাদ এসে পৌঁছান। কিন্তু নাকা চেকিংয়ে পুলিশ তাঁদের আটকে ঝাড়খণ্ডের মাইথনের বি এস কে কলেজের কোয়ারিন্টিনে নিয়ে আসে। ৩০ মার্চ থেকে তাঁরা বাড়ি ফেরার জন্য প্রশাসনের কাছে কাকুতি মিনতি করেছেন। পাইকর থানার রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোনহা গ্রামের মাজির হোসেন, ইসমাইল মোল্লারা বলেন, মুরারই, ইলামবাজার এলাকার রাজমিস্ত্রীরা এখানে খাদ্যকষ্টের মধ্যে আছে। বুধবার থেকে পানীয় জল ও খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে। সন্ধ্যে ছয়টা পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আমাদের কেউ দেখা করতে আসেনি। আমরা বড় অসহায়।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রকাশ এসইউসিআই -এর

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বর্ষীয়ান এসইউসিআই নেতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের। করোনা প্রতিরোধে গোটা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন।এমন পরিস্থিতিতে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা। কার্যত পায়ে হেঁটে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য যেতে হয়েছে এই সকল শ্রমিকদের। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অমিতাভ বাবু। বুধবার তিনি জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বঞ্চনা দেশের আসল চেহারাটা প্রকাশ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের যে সকল দাবি করেছে। তা মুখ থুবরে পড়েছে। বান্দ্রা ও সুরাটে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যা হয়েছে তা নিন্দনীয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তরা ভালোই রয়েছে। কিন্তু শোষণের শিকার হচ্ছে এই সকল দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকেরা। প্রধানমন্ত্রী শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু করছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথায় গেল আম্বানি, আদানিরা। রাজ্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে অমিতাভ বাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সব ঠিক আছে বলে করোনায় আক্রান্তদের আসল পরিসংখ্যান চেপে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের মেহের আলী যেভাবে বলেছিল সব ঝুটা হ্যায়। তেমনি আসল পরিসংখ্যান ধামাচাপা দিতে মুখ্যমন্ত্রী বলে চলেছেন সব ঠিক হ্যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে গুজরাটের সুরাটে বাড়ি ফেরার দাবিতে সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা। এই সকল শ্রমিকদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ ও পরে তাদের গ্রেফতার করে। মুম্বই এর বান্দ্রাতেও বহু শ্রমিক সমাগম হয়। সেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনার বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াইতে চূড়ান্ত ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরক দাবি জয়প্রকাশের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.): দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হলেন রাজ্য বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

মঙ্গলবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে ৩ মে পর্যন্ত করেছেন। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেই লকডাউনের মেয়াদ আরও ১৮ দিন বাড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপশি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীকে সাহসও দিয়েছেন। করোনা বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সাফল্য মিলেছে তাও নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশজুড়ে বর্তমান সংকটকে কোনভাবেই খাটো করে দেখছে না কেন্দ্র।

করোনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি,পশ্চিমবঙ্গে করোনায় কতজন আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছে, সেই সংখ্যাতত্ত্ব চেপে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা নিয়ে অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে হারা- জেতার খেলায় মেতেছেন তিনি। রাজ্য সরকার জেনে বুঝে মৃতের সংখ্যা চেপে দিচ্ছে। এমনকি মৃত্যুর কারণ করোনা না লেখার জন্য চিকিৎসকদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে যেখানে ১৬০ জন ও দিল্লিতে ২৮ জন মারা গিয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় ৭ জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করে গোটা বিষয়টিকে কম করে দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আদতে জিততে চাইছেন। রাজ্যের একাধিক জায়গায় লকডাউন সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। টিভি খুললেই দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে লকডাউনের কোনও অস্তিত্বই চোখে পড়ছে না। পুলিশ সেখানে নির্বিকার ও নিরলিপ্ত। মসজিদগুলোতে এখনো একসঙ্গে নামাজ পাঠ করা হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে শেখানো হচ্ছে যে করোনা ইসলামকে আক্রান্ত করতে পারবে না।

রাজ্যের রেশনিং ব্যবস্থা চরম দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, রাজ্যের গণবণ্টন বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় চরম দুর্নীতি হচ্ছে। রেশন দোকানগুলির সামনে ক্রেতাদের লাইনকে তদারক করছে তৃণমূল নেতাকর্মীরা। এই কাজ পুলিশের করার কথা। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো নির্দেশেই শাসক দলের নেতাকর্মীরা রেশন দোকানের সামনে জনতার ভিড়কে তদারক করছেন। ফলে জনগণের জন্য আনা খাদ্যশস্য শাসক দলের নেতা-কর্মীদের পকেটে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর গরীব কল্যাণ যোজনা প্রকল্প সঠিক ভাবে কার্যকর করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সাধারণ মানুষদের যেখানে এই প্রকল্প থেকে ৫ কিলো করে চাল অথবা গম, এক কিলো করে ডাল পাওয়ার কথা। রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জেরে সেই জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। এই বিষয়ে জয়প্রকাশ মজুমদারের দাবি, করোনা পরিস্থিতিতে জন ধন প্রকল্পের অধীনে থাকা মানুষদের ৫০০ টাকা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যাতে করে গরীব মানুষ রান্না করার জন্য নুন, তেল, লঙ্কা কিনতে পারেন। হিন্দু মেয়েরা নিজেদের জন্য সিঁদুরও কিনতে পারেন। কিন্তু একজন গরীব মানুষ ব্যাংক থেকে ৫০০ টাকা তুলে নিয়ে যখন বাইরে আসছে। তখন সেই গরিবের থেকে ১০০ টাকা তোলা তুলছে তৃণমূল কর্মীরা। জয়প্রকাশ মজুমদার আরো বলেন, রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। অথচ তিনি প্রশান্ত ভূষণকে দিয়েছিলেন ৪০০ কোটি টাকা।জনগণের কল্যাণের থেকেও তার (মুখ্যমন্ত্রী) কাছে রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি।

করোনা ও খাদ্যের অভাবের সাঁড়াশি চাপে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন দেশবাসী, দাবি প্রদীপ ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়ে ৩ মে পর্যন্ত করার ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লকডাউনের মেয়াদ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।

মঙ্গলবার বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদ জানিয়েছেন, লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু করোনাকে নির্মূল করতে লকডাউনই একমাত্র উপায় হতে পারে না। করোনার টেস্টিং করাটা একান্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমে করোনায় আক্রান্ত রোগীকে চিহ্নিত করা যাবে। সেই রোগীকে পরে আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসাও করা যাবে। রাজ্য সরকারগুলিকে করোনা টেস্টিং করতে বলুক কেন্দ্র। হটস্পট ক্ষেত্রগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা উচিত। হটস্পট ওয়ান ও হটস্পট টু। হটস্পট ওয়ান এমন জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হোক যেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। সেখানে টেস্টিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।

এদিনের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে খেটে খাওয়া, গরিব মানুষের জন্য কিছু ছিল না বলে দাবি করেছেন বর্ষীয়ান এই নেতা। এই বিষয়ে নিজের হতাশা প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র সহ একাধিক রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা আটকে পড়েছে।তাদেরকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের বিষয়ে বক্তব্য রাখা উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর। চটকল মালিকেরা শ্রমিকদের মাইনে দিচ্ছে না। এইসব চটকল কারখানার শ্রমিকরা এখন কাজ হারানোর অপেক্ষায় রয়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে এরা ছাঁটাইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী করোনা এবং খাদ্যের অভাবে সাঁড়াশি চাপে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রত পি চিদাম্বরম এদিন জানিয়েছিলেন যে রঘুরাম রাজন, অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়, জা দ্রেজ মত অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ মেনে চলা উচিত কেন্দ্রের। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা মানছে না। সেই প্রসঙ্গে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে অর্থশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন। তাই তার উচিত অর্থনীতিবিদদের মতামতকে শোনা। তা যদি না হয়। তবে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার ধারণ করতে পারে. হিন্দুস্থান সমাচার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জা দ্রেজ এর মত অর্থনীতিবিদদের কথা শুনছে না কেন্দ্র. সেই প্রসঙ্গে প্রদীপবাবু জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে অর্থশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ নন. তাই তার উচিত অর্থনীতিবিদদের মতামতকে শোনা. তা যদি না হয়. তবে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

যায়, তার মা-বাবা অসুস্থ। গতকাল রাতে মা-বাবার সঙ্গে একসাথেই খাওয়া-দাওয়া করে তার ঘরে ঘুমোতে যায়। বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দরজা না খোলায় মা-বাবার মনে সন্দেহ জাগে। প্রতিবেশিরা এসে ঘরের জানালা ভেঙে দেখতে পান তন্ময়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ। খবর পাঠানো হয় সিধাই থানায়। সিধাই থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় মোহনপুর হাসপাতালে।

ময়না তদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যুবকের আত্মহত্যা গিরে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

যুবতী

তিনের পাতার পর

আত্মঘাতী হন ওই মহিলা। এই ঘটনার পর অগ্রিপদ থানায় এফআইআর দায়ের করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মিরা ভায়ান্দর ২, মুম্বই ৬৬, পুনে ৪৫, থানে তিন, ভাসাই বিহার একজন করে আক্রান্ত. সব মিলিয়ে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৭।

থার্মাল স্ক্রীনিং

আটের পাতার পর

হলে তাদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ও ব্যাবস্থাও করবে পুরসভা। বুধবার সকালে প্রাথমিক ভাবে শহরের বিভিন্ন বাজার দোকানে মানুষদের থার্মাল স্ক্রীনিং করা হয়। পুরসভার উদ্যোগে খুশি পুর নাগরিকরা। তাদের মতে আতঙ্ক কটাতে এটাই একটা বড় দাওয়াই।

এন্ট্রান্স পরীক্ষা স্থগিত

আটের পাতার পর

সমস্ত বি পি এল ভুক্ত ছাত্রছাত্রী যারা এই পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছক তাদের রেজিস্ট্রেশান ফি ২০০ টাকা এবং অন্যদের এই ফি ৩৫০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রসেসিং চার্জ এবং জি এস টি আলাদা ভাবে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা সমূহ সি এস সি-২০২০ এর প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে জারি করা হয়েছিল, তা সবকিছু একই থাকবে। প্রার্থীরা তাদের এডমিট কার্ড ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। উল্লেখ্য, যে সব ইচ্ছক পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই অবেদন করে ফেলেছেন তাদের পুনঃ আবেদন করতে হবে না।

ব্যাপক ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

সংলগ্ন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তার কার্য্যালয়ের সামনে থাকা বিশাল আকারের গাছ ভেঙ্গে পড়ে অফিসের সামনে থাকা অফিস কর্মীদের বাইক, গাড়ির উপর। এতে করে টিআর-০৪-৯৮৩২ নম্বরের একটি বাইকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই সঙ্গে টিআর-০২এফ- ৯৪৯৫ নম্বরের স্কুটি এবং টিআর-০১এম-০২১৮ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ির ক্ষতি হয়ে গেছে। পরবর্তীতে স্থানীয়দের সহায়তায় অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয় সেগুলি। এদিকে, কাল বৈশাখীর তান্ডবে মহকুমা জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিগমের কর্মীরা কাজ করে চলেছেন।

এদিকে, কমলপুর মহকুমার দুর্গাচৌমুহনী এলাকায় চুলুবাড়ীতে বড় আকারের একটি গাছ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর ভেঙ্গে পড়ে। তাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছু খুঁটি ভূপাতিত হয়েছে। তাতে এনইসির রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

বলে তারা মনে করেন। পবিত্র বাবু আরও বলেন কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকের ঘরে ধান উঠবে। ফসল কাটার কাজের জন্য রেগাকে কাজে লাগাতে সিপিএম'র পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। উৎপাদিত ধান সরকারি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার জন্য এখনই উদ্যোগ নিতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রত্যেক ভিএলডব্লিও অফিস এবং বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরে পেশ কয়েকটি দোকান উন্নতমানের বীজ বিক্রি করে থাকে। এইসব দোকান লকডাউনের ফলে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এইসব দোকান খোলার ব্যবস্থা করতেও সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করা হয়েছে। সরকারপক্ষ এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সহমত পোষণ করেছে বলেও জানিয়েছেন পবিত্রবাবু।

টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে জানা গেছে, গত পরশু সকাল ৮-টা নাগাদ গোমতি জেলা সদর উদয়পুরে রমেশ চৌমুহনি এবং সোনামুড়া চৌমুহনির মাঝে চিড়ার মিল সংলগ্ন অযাচক মোটর ড্রাইভিং স্কুলের পাশে জাতীয় সড়কে দৈনন্দিন বাজার করে ফিরছিলেন দম্পতি। সকাল ৮ টা নাগাদ ওই এলাকায় কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ান তাদের পথ আটকান এবং কাগজপত্র দেখাতে বলেন। তার পরই টিএসআর জওয়ান স্কুটি চালককে তাঁর স্ত্রীর সামনে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করেন। সমস্ত ঘটনা দূর থেকে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি রেকর্ড করেন এবং ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন।

ওই ঘটনায় ত্রিপুরা সরকারের পুলিশ প্রশাসন ওই টিএসআর জওয়ানকে চিহ্নিত করেছে এবং তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১১, ৪৩৯ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ৯৭৫৬)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩০৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৩৭৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ৩০ জনের, গুজরাটে ২৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৫০ জন, মহারাষ্ট্রে ১৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১২ জন, রাজস্থানে ৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ১২ জন, তেলেঙ্গানায় ১৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও তামিলনাড়ু, এই তিন রাজ্যের পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৮৭, তামিলনাড়ুতে ১২০৪, দিল্লিতে ১৫৬১, কেরলে ৩৮৭, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২৬০ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৮৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩২ জন, বিহারে ৬৬ জন, চন্ডীগড়ে ২১ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৩ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ৬৫০ জন, হরিয়ানায় ১৯৯ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২৭৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ২৭ জন, লাদাখে ১৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭৩০ জন, মণিপুরে দু''জন, মেঘালয় একজন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৬০ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ১৭৬ জন, রাজস্থানে ৯৬৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৬২৪ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৬৬০ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২১৩ জন।

বাধ্যতামূলক

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী, দুগ্ধ সরবরাহ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পোলট্রি এবং পশুপালনেও ছাড় দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে চা, কফি এবং রাবার প্ল্যান্টগুলিও খোলা হবে। পরিষেবা ক্ষেত্র এবং ই-কমার্সের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে করে কেন্দ্র জানিয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা চালু করার পাশাপাশি অনলাইনে শিক্ষাদান এবং তার মাধ্যমে দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

পাল্টা প্রশ্ন মমতার

পাচের পাতার পর

আমরা প্রত্যেককে বাড়িতে থাকতে বলেছি। দরকার হলে প্রত্যেক মুহূর্তে পুলিশ গিয়ে তাদের হেল্প করবে'। একইসঙ্গে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন। রাজনীতি করছেন। এই রাজনীতি না করে পাশে এসে দাঁড়ান। এই সময় সহযোগিতা করা উচিত।' ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন , ' কেন্দ্র দায়িত্ব বলে দিয়ে খালাস। ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু রাজ্য সরকারই করে। সুতরাং যারা সরকারের কাজের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।' অন্যদিকে, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ালে গ্রেফতারির হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

এদিকে কারুর কোনও সমস্যা হলে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি এই সময় যেন কারুর চাকরি না যায়। বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রমিকদের সহায়তা

আটের পাতার পর

সাবম মহকুমার মহকুমা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমার সাথে একটি সভায় মিলিত হয়ে এই প্রতিশ্রতি দেন। সভায় সাবমের কৈবল্যনাথ বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ, বাসুদের বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ, রামঠাকুর বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ, রামকৃষ্ণ বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ, বাসন্তী বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ এবং সুরবালা বিকস ইণ্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধিগণ, শ্রম পরিদর্শক অমিত কর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তাদেরকে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। তাছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এস ডি আর এফ ফাণ্ড থেকে এককালীন ১০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হবে।

হাইকোর্টে

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, এখন থেকে যে মামলা জমা পড়বে তার কোর্ট ফি পরবর্তী সময়ে দেওয়া যাবেউ তাছাড়া, ইমেইল-র মাধ্যমে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ইমেইল-র মাধ্যমে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আইনজীবীর ইমেইল, হোয়াটসআপ নম্বর উল্লেখ করতে হবে। শুধু তাই নয়, কোন আইনজীবীর মোবাইল কিংবা কম্পুটারে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে হাইকোর্ট-এ তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভিডিও কনফারেন্স-এ মামলার শুনানির জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়্যার-র মাধ্যমে শুনানি হবে। সে-ক্ষেত্রে পিন নম্বর হাইকোর্ট থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বাকি মিটিং আইডি এবং পাসওয়ার্ড সবার জন্য একই রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, জে কেউ ওই শুনানি দেখতে এবং শুনতে পারবেন। তবে, এ-ক্ষেত্রে ৩০০ জন একসাথে একটি শুনানি-তে অংশ নিতে পারবেন। তিনি বলেন, মামলা গ্রহন হলে, শুনানির তারিখ এবং সময় আইনজীবীর মোবাইল-এ জানিয়ে দেওয়া হবে।

পর্ষদের

● প্রথম পাতার পর

বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী দুই দিনের মধ্যে সমস্ত উত্তরপত্র আগরতলায় একত্রিত করা হবে। তিনি জানান, লকডাউনের পরিস্থিতিতে আগরতলার বাইরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। কারণ, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা আপাতত সম্ভব নয়। তাই, আগরতলার বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, আগরতলায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে ১৫টি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষক শিক্ষিকারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। সাথে তিনি আরও জানান, ওই শিক্ষিক শিক্ষিকাদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হবে। তিনি বলেন, যাদের নিজস্ব কিংবা দ্বিচক্র যান রয়েছে তাদেরকে পাস দেওয়া হবে। অন্যদের টিআরটিসি বাসের মাধ্যমে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন তিনি জানান, রাজ্যে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে আছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা করে ক্যাবল টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠলে চার মে থেকেই সমস্ত বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হবে। তবে, এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম পালন করা হবে। তিনি বলেন, পর্য্যায়ক্রমে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাবেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, একটি ক্লাসে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন একদিন বাদে বাদে স্কুলে যাবে। কারণ, সামাজিক দূরত্ব লকডাউন উঠে গেলেও বেশ কিছুদিন বিদ্যালয়গুলিতে পালন করা হবে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

বিএসএফ-এর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু করোনা মোকাবিলায় বিএসএফ-এর সাহায্য চেয়েছেন।

ত্রিপুরার সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিএসএফ জিবি হাসপাতালে ওই দুটি যন্ত্র বসাতে সম্মত হয়েছে। ডিআইজি জমিল আহমেদ বলেন, আগামীকাল জিবি হাসপাতালে ওই দুটি যন্ত্র বসানো হবে। তাঁর কথায়, একটি যন্ত্র সমগ্র এলাকা স্যানিটাইজ করা যাবে। তাছাড়া দ্বিতীয় যন্ত্রটি মানুষের শরীর ও পোশাক স্যানিটাইজে ব্যবহৃত হবে। তিনি বলেন, আগামীকাল সকাল ১১টায় ওই দুটি যন্ত্র বসানো হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার চাইলে বিএসএফ এমন যন্ত্র আরও সরবরাহে প্রস্তুত।

এদিকে, খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার নিজের উদ্যোগে স্যানিটাইজার যন্ত্র তৈরি করেছেন। বাজারে আগতদের স্যানিটাইজ করার জন্য তিনি ওই যন্ত্র তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যে সেই যন্ত্র ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই কাজের পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কমলা জোনে

● প্রথম পাতার পর

ডা. দ্বীপ বলেন, গোমতি জেলায় ওই মহিলার বাড়ির এক কিমি এলাকা করোনা স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই এলাকায় ২৮ দিনের মধ্যে কোনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান না মিললে তবেই বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত ওই এলাকা থেকে অনেকেরই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্ত, সকলের রিপোর্ট নেগেটিভে এসেছে। তিনি জানান, আরও নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

এদিকে, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এ-বিষয়ে ডা. দ্বীপ দেববর্মা বলেন, ওই রোগীর আগামীকাল পুনরায় পরীক্ষা করা হবেউ তবে সম্প্রতি তার রক্তের নমুনায় ভাইরাল লোড প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে, এমন রিপোর্ট এসেছে। তাই আশা করা যাচ্ছে, ৩/৪ দিনের মধ্যে তিনিও সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। ডা. দ্বীপ বলেন, ওই রোগীর অতি সংস্পর্শে ছিলেন এমন ১৬ জনের নমুনা সংগ্রহের পর পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট নেগেটিভে এসেছেউ সাথে তিনি যোগ করেন, ওই রোগীর বাড়ির সকল সদস্যদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। সে-বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসারের সাথে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই রোগীর বাড়ির সদস্যদের কারোর কোনও লক্ষণ নেই।

এদিন তিনি জানান, ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন কঠোরভাবে পালন করতে হবে। কারণ, ২০ এপ্রিলের পর পর্যালোচনা হবে। তার পর, লকডাউন শিথিল করার বিষয়ে বিবেচনা হবে। তাঁর কথায়, গোটা দেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১৫ বা তার বেশি করোনা আক্রান্ত এলাকা লাল জোন, ১৫ জনের কম আক্রান্ত হলে কমলা জোন এবং একজনও করোনা আক্রান্ত পাওয়া যায়নি কিন্ত সম্ভাবনা রয়েছে এমন এলাকা সবুজ জোনে স্থান পাবে। সে-ক্ষেত্রে উত্তর ও গোমতি জেলা কমলা জোনে স্থান পেয়েছে। তবে, ১৪ দিন ওই স্থানে একজনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া না গেলে সেই জেলা কমলা থেকে সবুজ জোনে স্থান পাবে।

মেঘালয়ে

● প্রথম পাতার পর

চলছিল। গত কয়েকদিন থেকে তিনি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। আক্রান্ত ডাক্তার এবং তাঁর পরিবারের সকলকেও নিভৃতবাসে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা বুধবার সকাল ১০:১৭ মিনিটে ট্যুইট করে জানিয়েছেন।

এদকে সোমবার রাত থেকে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার নির্দেশে শিলং এবং নংপো, দুটি হাসপাতালকে সিল করে কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছে। দুটি হসপাতালের সব ডাক্তার ও আবাসিক রোগীদের সুরক্ষিত রাখতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে খোদ ডাক্তারের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় শিলং-সহ গোটা রাজ্যে আকঙ্ক ছড়িয়েছে।

অঙ্গন

অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিল আইপিএল, জানিয়ে দিল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। বুধবার সকালে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিদের জানানো হয়েছে, লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর পর আইপিএল করাতে হলে তা গরমের মধ্যে করাতে হবে যেটা সম্ভব নয়। সে কারণেই অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে আইপিএল। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বোর্ডের শীর্ষকর্তারা বৈঠকে বসেছিলেন। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব জয় শাহ, আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ পটেল, বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমল এবং আইপিএলের চিফ অপারেটিং অফিসার হেমাঙ্গ আমিন বৈঠকে ছিলেন। ওই বৈঠকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য আইপিএল পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। এদিন সকালে বোর্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, ১৫ এপ্রিল থেকে চলতি বছরের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল।

‘ক্রিকেটারদের চার্টার্ড ফ্লাইটে এনে হলেও বিশ্বকাপ হোক’

করোনাভাইরাসের প্রভাবে একের পর এক সিরিজ ও টুর্নামেন্ট স্থগিত বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। শঙ্কা জেগেছে অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও। তবে টুর্নামেন্ট স্থগিত বা বাতিলের পক্ষে নন ব্র্যাড হগ। সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট শুরুর জন্য প্রয়োজনে এক মাস আগে বিশেষ বিমানে সব দলকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার।
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যু। অনেক দেশই অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও শঙ্কা বাড়ছে।
তবে হগ মনে করেন, আয়োজকরা কিছু সিদ্ধান্ত নিলে ঠিক সময়েই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়ানো সম্ভব। টুইটারে এক ভিডিও বার্তায় ৪৯ বছর বয়সী সাবেক অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার তার ভাবনার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।
“অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাতিল বা পরিবর্তিত সূচিতে হতে পারে, এমন অনেক কথাই বলা হচ্ছে। আমি এমনটি চাই না...। তবে কিছু বিষয় আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি।”
“অনেক খেলোয়াড় এখন লকডাউনে রয়েছে। তারা বাইরে যেতে পারছে না, বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের জন্য অনুশীলন করতে, প্রস্তুতি নিতে পারছে না। যে সময়ে তাদের এখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) আনার কথা, প্রয়োজনে তার চেয়ে এক মাস বা দেড় মাস আগে এখানে নিয়ে আসা যেতে পারে।”
বিশ্বজুড়ে বিমান যোগাযোগ সীমিত হয়ে এসেছে অনেক। বিশ্বকাপের আগেও যদি যোগাযোগ স্বাভাবিক না হয়, চার্টার্ড ফ্লাইটে দলগুলোকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ হগের। তার আগে সবার করোনাভাইরাস পরীক্ষাও করানো হোক, বলছেন জনপ্রিয় এই ধারাভাষ্যকার।
“এই মুহূর্তে কোনো বাণিজ্যিক ফ্লাইট নেই। আমাদের তাই চার্টার্ড ফ্লাইট ব্যবহার করতে হবে...। তার আগে যারা এসব ফ্লাইটে উঠবে, তাদের সবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা করে নিতে হবে।”
“অস্ট্রেলিয়া পৌঁছার পর তারা দুই সপ্তাহের জন্য লকডাউনে থাকবে। দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ যখন শেষ হবে, তাদের আবারও পরীক্ষা করাতে হবে। যদি তারা পরীক্ষায় নেগেটিভ হয়, তাহলে তারা বাইরে যেতে, অনুশীলন করতে পারবে।”
ক্রিকেট মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করেন না হগ।
“সামাজিক দূরত্ব ক্রিকেটে কোনো সমস্যা নয়। কারণ মাঠে খেলোয়াড়রা সবসময়ই পরস্পর থেকে দেড় মিটারের বেশি দূরে থাকে। একমাত্র সমস্যা হতে পারে স্লিপ কর্ডনে। সেখানে একটা নিয়ম করা যেতে পারে, স্লিপ কর্ডনে পরস্পর থেকে দুই মিটার দূরত্বে দাঁড়াতে হবে।”
দর্শকদের কথা বিবেচনা করে টুর্নামেন্ট বাতিল করা ঠিক হবে না বলেই মনে করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার।
“টুর্নামেন্ট কেন বাতিল করা হবে? অনেক দর্শক আছে যারা ক্রিকেটের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা টিভিতে সরাসরি ক্রিকেট দেখতে চায়, সেরা ক্রিকেটারদের মাঠে দেখতে তাদের তর সইছে না।”
“আগামী বছর অক্টোবর-নভেম্বরে আরেকটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে ভারতে। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে দুটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট কাম্য নয়, কারণ তা হবে অদ্ভূত, গ্রহণযোগ্যতাও থাকবে কম।”

খেলেই শিরোপা জিততে চান বার্সা কোচ

নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে এবারের লা লিগা মৌসুম ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কা জেগেছে। তেমনটা হলে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকায় সেরার মুকুট পেতে পারে বার্সেলোনা। তবে মাঠে লড়াই করেই শিরোপা জিততে চান দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।
প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ রোগের কারণে স্থগিত হয়ে আছে অধিকাংশ দেশের ক্রীড়াঙ্গন। ইতোমধ্যে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট পিছিয়ে গেছে। স্প্যানিশ লিগের ক্ষেত্রেও তেমনটা হলে কী হবে?
২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে থাকায় হয়তো চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে বার্সেলোনাকে। ২৭ রাউন্ড শেষে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫৮, রিয়ালের ৫৬।
স্পেনের ‘টিভিথ্রি’-কে কাতালান ক্লাবটির কোচ জানান, এভাবে শিরোপা জিততে চান না তারা।
“আমি অবশ্যই খেলতে পছন্দ করব এবং খেলেই চ্যাম্পিয়ন হতে চাইব।”
“কিন্তু বাস্তবতা হলো, পরিস্থিতি একইরকম আছে এবং লিগ মৌসুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, শিরোপার জন্য এটাই(বর্তমানে এগিয়ে থাকা) যথেষ্ট কিনা। আমি নিজেকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভাবতে চাচ্ছি না।”
বিশ্ববাসীর জন্য কঠিন এই সময়ে শুধু ফুটবল নিয়ে ভাবছেন না সেতিয়েন। সঙ্কটময় এই সময় দ্রুত কেটে যাবে, মানুষ আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে-প্রত্যাশা ও প্রার্থনা স্প্যানিশ এই কোচের।
শেষ দিকে, লিগ শিরোপা লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকায় স্বস্তিও ফুটে উঠল সেতিয়েনের কণ্ঠে।
“যদি আমাদের না খেলেই মৌসুম শেষ করতে হয়যদি আমরা খেলতে পারি, তাহলে তো দারুণ। দেখা যাক, আমরা এগিয়ে থাকতে পারি কি-না।”

করোনা ভাইরাস: সুস্থ রুগানি ও মাতুইদি

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া ইউভেন্তুসের দুই ফুটবলার ব্লেইস মাতুইদি ও দানিয়েলে রুগানি সেরে উঠেছেন।
ইতালিয়ান ক্লাবটি বুধবার এই দুই খেলোয়াড়ের সুস্থ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সেরি আর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে মার্চে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন রুগানি। পরে দলটির দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আক্রান্ত হন মাতুইদি। দুই জনের কারোরই অবশ্য তখন কোনো উপসর্গ ছিল না।
সম্প্রতি দুই জনেরই দুবার করে পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল এসেছে বলে বিবৃতিতে জানায় ইউভেন্তুস।

আসিফই পিটারসেনের সেরা বোলার

ক্যারিয়ারটা খুব বেশি লম্বা হয়নি মোহাম্মদ আসিফের। আর সেটা হতে পারেনি তাঁর নিজের দোষেই। স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে ২০১১ সালে সাত বছর নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ২৩ টেস্টে নিয়েছেন ১০৬ উইকেট। গড় ২৪.৩৬! এই সাফল্যেই বলছে, অল্প সময়ের মধ্যেই বল হাতে দলের নির্ভরতা হয়ে ওঠার কথা।
কিন্তু তাঁকে বিশ্বমানের কোনো ব্যাটসম্যান তাঁর দেখা সেরা বোলার বলবেনএমনটা বোধ হয় খোদ আসিফও আশা করেন না। যা বললেন কেভিন পিটারসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বংশোদ্ভূত ইংলিশ এই ব্যাটসম্যানের চোখে পাকিস্তানের বাঁহাতি এই পেসারই তাঁর মুখোমুখি হওয়া সেরা বোলার।
আসিফকে সেরার স্বীকৃতি দিতে কেভিন পিটারসেন বেছে নিয়েছেন টুইটারকে। ৩৪ বছর বয়সী পাকিস্তানি এই পেসারকে নিয়ে গতকাল তিনি লিখেছেন, ‘আমি যেসব বোলারদের মুখোমুখি হয়েছি, তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আসিফই সেরা।’টুইটারের সে পোস্টে একটা ভিডিও জুড়ে দিয়েছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে আসিফের বলে শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরে আসছেন পিটারসেন।
আসিফকে ‘সেরা বোলার’ বলার আগে আরও একটা লাইন লিখেছেন পিটারসেন, ‘আমার মনে হয় ,সে নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশ্বের অনেক ব্যাটসম্যানই খুশি হয়েছে।” নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই যে তাঁদের আর আসিফের মুখোমুখি হতে হয়নি।
আসিফের সঙ্গে স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে বিভিন্ন মেয়াদে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর নতুন বলের জুটি মোহাম্মদ আমির ও ব্যাটসম্যান সালমান বাট। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আমির পাকিস্তানের জাতীয় দলে জায়গা করে নিলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর ফেরা হয়নি আসিফ ও বাটের।

ভয়ডরহীন স্বাস্থ্যকর্মীদের মেসির ধন্যবাদ

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবার সামনে আছেন তাঁরা। নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলেই সেই স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিনিয়ত জীবন বাঁচানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারাও গেছেন অসংখ্য স্বাস্থ্যকর্মী। ভয়ডরহীন সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের এবার ধন্যবাদ দিলেন লিওনেল মেসি। বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন মহাতারকা পরশু বিশেষ এক বার্তায় ধন্যবাদ দিয়েছেন বিশ্বজুড়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সেই সব স্বাস্থ্যকর্মীকে।গত শনিবার শেষ হয়েছে অষ্টম বিশ্ব স্বাস্থ্যকর্মী সপ্তাহ। সেই উপলক্ষেই স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ দিলেন ফুটবলে ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই খেলোয়াড়। নিজের ইনস্টাগ্রামে ইউনিসেফের বিশেষ দূত মেসি লিখেছেন স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে, ‘গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্যকর্মী সপ্তাহ শেষ হলো। তাঁরা যে কাজ করছেন সেটির জন্য আমি ইউনিসেফকে সঙ্গে নিয়ে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাম না জানা সেই সব বীরকে, যারা পরিবার থেকে দূরে থেকে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন আমাদের কোভিড ১৯ ভাইরাস থেকে বাঁচাতে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ এত কিছুর পরও তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন গর্ভবতী নারী, শিশু ও কিশোরদের যত্নে।'ঘরে থাকুন'ইউনিসেফ।’
করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হওয়া দেশগুলোর মধ্যে আছে স্পেন। দেশটিতে ফুটবল বন্ধ হয়ে গেছে গত মাসেই। স্থগিত হওয়ার আগে মেসির বার্সেলোনা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল। যাতে বরাবরের মতো সবচেয়ে বড় অবদান মেসিরই। করোনা সংকটে বার্সেলোনা ৭০ ভাগ বেতন কেটে নিয়েছে ফুটবলারদের। সেই আলোচনায় সামনেই ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। অনেকেই মনে করেন মেসিরা ওই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াতেই অন্যান্য ক্লাবও এই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে।

আইপিএল নিয়ে ক্লার্কের সঙ্গে একমত নন লক্ষন

বিশ্বের বেশির ভাগ ক্রিকেটারের স্বপ্নে এখন থাকে আইপিএলের চুক্তি। এই টুর্নামেন্ট খেলার আশায় সব দেশের ক্রিকেটাররাই ভারতীয় ক্রিকেটারদের সমঝে চলেন বলে কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন মাইকেল ক্লার্ক। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের এই কথার সঙ্গে একমত নন ভিভিএস লক্ষন। সাবেক ভারতীয় ব্যাটসম্যানের মতে, ভালো খেলেই জায়গা পেতে হয় আইপিএল দলে।
২০১৮-১৯ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবারের মত টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরেছে ভারত। ক্লার্কের মতে, সেই সিরিজে টিম পেইনের দলে অস্ট্রেলিয়ার সহজাত ‘আগ্রাসী ক্রিকেট’ দেখা যায়নি। সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক বলেছিলেন, বিশ্বের সব দেশের ক্রিকেটাররাই বিরাট কোহলিদের সঙ্গে ভালো আচরণ করেন আইপিএল চুক্তির আশায়।
কিন্তু লক্ষনের মত ভিন্ন। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দল গোছানোর সময় বিদেশি ক্রিকেটার নির্বাচনের দায়িত্ব থাকে তার কাঁধেও। স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে তিনি দ্বিমত পোষণ করলে ক্লার্কের মন্তব্যের সঙ্গে।
“ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ হওয়া মানে এই নয় যে আইপিএল চুক্তি সহজে পাওয়া যাবে।”
“মেন্টর হিসেবে নিলামের সময় আমি থাকি। আমরা ওই সব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের নির্বাচন করি, যারা নিজের দেশের হয়ে অসাধারণ খেলছে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিকে বাড়তি কিছু দিতে পারে। কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব আইপিএলে সুযোগ নিশ্চিত করে না।”

সরাসরি বিশ্বকাপে ভারতের মেয়েরা

ভারত ও পকিস্তানের মেয়েদের সিরিজ বাতিল হয়েছিল আগেই। এবার দুদলকে পয়েন্ট ভাগ করে দিল আইসিসির টেকনিক্যাল কমিটি। আর তাতেই ২০২১ সালে হতে যাওয়া মেয়েদের বিশ্বকাপের টিকেট পেয়ে গেল ভারত।
সিরিজটি ছিল আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। যেটি হওয়ার কথা ছিল গত বছরের জুলাই ও নভেম্বরের মাঝে। কিন্তু দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চলা রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে সেটি মাঠে গড়ায়নি।
ভারত-পাকিস্তান সিরিজের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কা ও নিউ জিল্যান্ডের সিরিজ করোনাভাইরাসের কারণে বাতিল হয়ে গেছে। তিনটি সিরিজেরই পয়েন্ট দলগুলোকে ভাগ করে দেওয়ার কথা বুধবার জানায় আইসিসি।
আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ২০১৭-২০২০ সংস্করণে আট দল একে অপরের সঙ্গে খেলে একটি করে তিন ম্যাচের সিরিজ। স্বাগতিক নিউ জিল্যান্ড ও চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল সরাসরি খেলবে আগামী বছর অনুষ্ঠেয় আট দলের বিশ্বকাপে।
নিয়মানুযায়ী অস্ট্রেলিয়া (৩৭), ইংল্যান্ড (২৯), দক্ষিণ আফ্রিকা (২৫) ও এখন ভারত (২৩) সেরা চারে থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল।
তালিকার পরের চারটি স্থানে আছে পাকিস্তান (১৯), নিউ জিল্যান্ড (১৭), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৩) ও শ্রীলঙ্কা (৫)। নিউ জিল্যান্ড ছাড়া বাকিদের খেলতে হবে আগামী জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া ১০ দলের বাছাইপর্বে।
এই তিনটি দলসহ বাছাইপর্বে অংশ নেবে বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড ও পাঁচটি আঞ্চলিক বাছাইপর্বের বিজয়ী পাঁচ দল। সেখান থেকে বিশ্বকাপের টিকেট পাবে তিন দল। যদিও করোনাভাইরাসের কারণে বাছাইপর্ব হওয়া নিয়ে জেগেছে শঙ্কা।

PUBLIC NOTICE

In our country 14th-20th April is being observed as Fire Service Week every year under the guidance of Ministry of Home Affairs, Govt. of India. This is in remembrance of the fire fighters who sacrifice their lives in the devastating fire on 14th April, 1944 at Victoria Dock, in the Bombay Port. 14th April is observed as "MARTYR'S DAY" to pay homage to those brave fire fighters who scarified their lives in discharging their duties and during Fire Service Week various programmes/ competition for public awareness about fire safety measures have been conducted across the Country.
Every year Tripura Fire Service Department also observed Fire Service Week. This year we have paid homage to the Martyr's on 14th April, 2020 at Fire Service Directorate, Tripura, Agartala. But due to ongoing lockdown, all programmes in connection with Fire Service Week-2020 have been cancelled. However, we have decided to introduce some competitions through digital platform in view of Public awareness about fire safety measures. Details are available in our Website www.fireservice.tripura.gov.in.

(Carey Marak, IPS)
Joint Director of Fire Service,
Tripura, Agartala

ICA/D-30/2020-21

The Executive Engineer, Agartala Division No.I11, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura, percentage rate e-tender against PNIeT NO: 01/ EE/Divn.111/PWD(R813)/2020-21, Dated 09.04.2020 For maintenance of different roads-
1/ DNIeT No: 01/EE/Divn.111/ PWD(R&B)/2020-21, Estmated Cost: 224,25,763.00
2/ DNIeT No: 02/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2020-21, Estmated Cost: 224,19,989.00
Last Date of bidding for bids - 28.04.2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https:/ftripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
on the &half of qouerutot of 5tipivai

(Er. Priyabrata Paul)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

ICA/C-35/2020-21

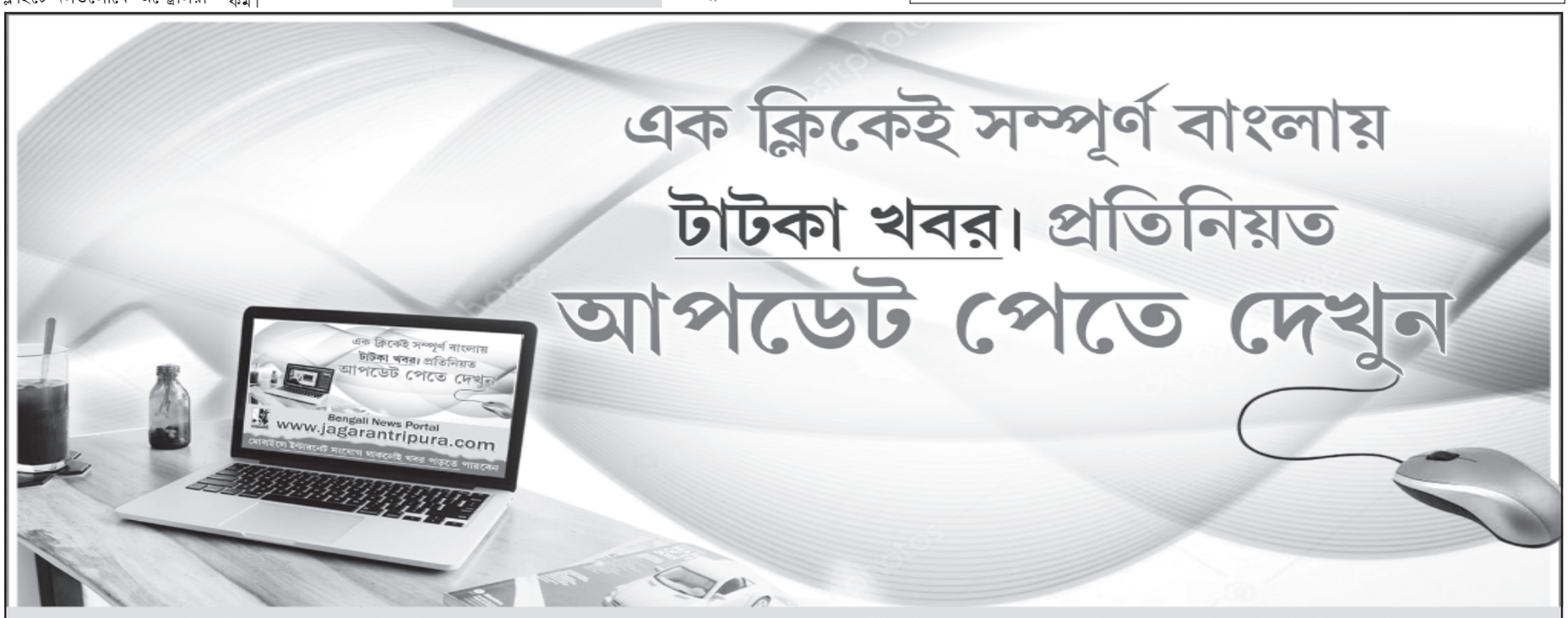

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

নিখোঁজ ব্যক্তি উদ্ধার হল অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাইখোড়া, ১৫ এপ্রিল।। বাইখোড়ার মনাদাস পাড়ার বাসিন্দা নিখোঁজ রতন পালের খোঁজ মিললো বুধবার। গত ৪দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার মনাদাস পাড়ার বাসিন্দা রতন পাল গত শনিবার সাব্রুম মহকুমায় উনার শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

কিন্তু জানা যায়, উনি উনার শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছাননি। অনেক খোঁজাখোঁজির পরও রতন পালকে পাওয়া যায়নি। অবশেষে বুধবার উনার পরিবারের লোকজন জানতে পারে রতন পাল সাব্রুম মহকুমার মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরে আছে। জানা যায়, রাস্তা থেকে আহত অবস্থায় দমকল বাহিনীর লোকজন রতন পালকে মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেখে আসেন। সেখানে রোগীর সঙ্গে পরিবারের কেউ না থাকার কারণে কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে কোনোপ্রকার চিকিৎসা না করিয়ে বাইরে রেখেছেন। অবশেষে বুধবার উনার পরিবারের লোকজন এই কথা জানতে পেরে আহত ব্যক্তিকে মনু হাসপাতাল থেকে জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করে। এইদিকে আহতের পরিবারের লোকজনদের দাবি পরিকল্পিত ভাবে রতন পালকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে পরিবারের লোকজন বাইখোনা থানার দ্বারস্থ হন। এখন দেখার বিষয় পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে ক্লু মিলেনি।

করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ায় ভোটগ্রহণ, মৃত বেড়ে ২২৫

সিওল, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ জন। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ২২৫-এ পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৫৯১।

বুধবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৭ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,৫৯১ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ২২৫-তে পৌঁছেছে।

করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই ভোটগ্রহণ চলেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ায় বিধানসভা ভোটের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১৪,০০০ পোলিং বুথ সংক্রমণ-মুক্ত করার পরই ভোটারদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ভোটারদের মাস্ক পড়াও বাধ্যতামূলক ছিল, তাপমাত্রাও মাপা হয়।

মঙ্গলবার ডাঃ বিআর আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

লালশিংমুড়ায় প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত যুবককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ এপ্রিল ।। লকডাউনেও অপরাধের শেষ নেই। সেই আগের জায়গাতেই জারি রয়েছে অপরাধ। বুধবার সকালে বিশালগড় থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে লালশিংমুড়া স্ট্যান্ড স্থিত আমবাগানের মুখে যেভাবে এক যুবককে প্রকাশ্যে দিবালোকে রাঝপথে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন কয়েকজন নামজাদা দূস্কৃতী। তা আশপাশের মানুষেরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা।

এক যুবককে এইভাবে রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করলেন দূস্কৃতীরা অথচ না খবর পেলেন পুলিশ বা ফায়ার সার্ভিস। যেভাবে ফিল্মি কায়দায় যুবককে রক্তাক্ত করলেন তা সেই আমলের কথা মনে করিয়ে দিলো বিশালগড়বাসীকে। রক্তাক্ত যুবকের নাম বিল্লাল মিয়া ওরফে সুমন। তার বাড়ি বক্সনগরে হলেও সে গত কয়েক বছর যাবৎ বিশালগড়ের ধ্বজনগর এলাকার শশুর বাড়িতে বসবাস করেন। যদিও এর আগে রক্তাক্ত বিল্লাল মিয়া বিভিন্ন মামলায় জেলও খেটেছে। সে নিজেই জানিয়েছেন, বুধবার সকালে লালশিংমুড়া স্ট্যান্ড স্থিত আমবাগানের মুখে একটি দোকান থেকে সে সিগারেট কিনে বেরোচ্ছিল। তখন রতন নামের এক দূস্কৃতী তার বাইকের সামনে এসে দাঁড়ায়।

কোন এক বিষয় নিয়ে তার সাথে তর্কাতর্কি শুরু করে। এরপরই সেখানে বাইক নিয়ে ছুটে আসে এস ডি এম অফিসের সামনের দূস্কৃতী মন, নিবাস, পার্থ সহ আরও কয়েকজন। এবং এসেই বিল্লাল ওরফে সুমনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে সারা শরীরে তাকে আঘাত করে পালিয়ে যায় দূস্কৃতীরা। অথচ না জানলো পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস। কিন্তু রাস্তায় একজন মদ্যপ ব্যক্তি পরে থাকলেও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়ে দেয় মানুষ। কিন্তু এদিন আর কেউই কাওকে ফোন করেনি। পরে এই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জসীম নামের এক পুলিশ কর্মী তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত থানায় এই বিষয়ে কোন মামলা হয়নি।

আইনজীবী শেখর দত্তের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ।। রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শেখর দত্ত বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রয়াত শেখর দত্ত ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা রাজ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, মৃত্যুকালে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সহ অগণিত গণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজনদের রেখে গেছেন তিনি। পরিতাপের বিষয় হল মৃত্যুকালে তার স্ত্রী এবং পুত্র বহির্রাজ্যে কলকাতায় রয়েছে। লকডাউন চলার কারণে তারা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আসতে পারেননি। রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী শেখর দত্ত বুধবার তার নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। খবর পেয়ে বিশিষ্টজনেরা প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি ড. মানিক সাহা, প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক প্রমুখ প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তার শোকবার্তায় বলেন, প্রয়াত শেখর দত্ত ছিলেন দেওয়ানি মামলার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন তিনি। রতনবাবু বলেন, প্রয়াত শেখর দত্ত ছিলেন মৃদু ভাষী সবসময় হাসিখুশিতে থাকতেন। স্ত্রী ও পুত্রের অনুপস্থিতিতে বটতলা মহাশ্মশানঘাটে প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তার মৃত্যুতে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন মহল থেকে গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়েছে।

লকডাউন ঃ কৃষকদের স্বার্থে একগুচ্ছ দাবী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সকাশে সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালে গ্রামীণ এলাকাতেও কৃষি ব্যবস্থা অনেকাংশেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কৃষিকাজ পুরোদমে চালু করতে এবং উৎপাদিত ফসল কৃষকরা যাতে বাজারজাত করতে পারেন সেজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রত্যেক কৃষকের জন্য পাস ইস্যু করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে সিপিআইএম। রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার জন্য পাস ইস্যু করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে সিপিআইএম। এসব বিষয় নিয়ে বুধবার সিপিআইএম'র এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সার্বিক সমস্যা নিয়ে তাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক পবিত্র কর জানান, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে না পারায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা সমস্যার সম্মুখীন। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে আসতে পারেন সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন এসডিএম, বিডিও, কৃষি আধিকারিক সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্যরা যাতে পাস ইস্যু করেন সেজন্য দাবি জানানো হয়েছে। তথ্য দিয়ে গিয়ে পবিত্র কর বলেন, কৃষকদের কাছে পাস না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে এসে বিপদে পড়ছে কৃষকরা।

ফসল নিয়ে আসার সময় হয়তো পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তাদেরকে হেনস্তা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ এলাকা থেকে উৎপাদিত ফসল শহর এলাকায় না আসলে সঙ্কট দেখা দেবে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই পাস ইস্যু জরুরি বলে তারা মনে করেন। পবিত্র বাবু আরও বলেন কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকের ঘরে ধান উঠবে। ফসল কাটার কাজের জন্য রেগাকে কাজে লাগাতে সিপিএম'র পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। উৎপাদিত ধান সরকারি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার জন্য এখনই উদ্যোগ নিতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রত্যেক ভিএলডব্লিও অফিস এবং বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরে পেশ কয়েকটি দোকান উন্নতমানের বীজ বিক্রি করে থাকে। এইসব দোকান লকডাউনের ফলে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এইসব দোকান খোলার ব্যবস্থা করতেও সরকারের দৃষ্টি অকর্ষণ করা হয়েছে। সরকারপক্ষ এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সহমত পোষণ করেছে বলেও জানিয়েছেন পবিত্রবাবু।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা দেশব্যাপী লকডাউন চলছে। এ বিষয় নজরে রেখে বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজগুলোতে আগামী ৩ মে, ২০২০ এন্ট্রান্স পরীক্ষার সূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ পরে জানানো হবে। সেন্ট্রাল সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান তথা ওমেন পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ জানান, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হাঁপানিয়াস্থিত ওমেন'স পলিটেকনিক, আমবাসাস্থিত ধলাই ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিক, উদয়পুরস্থিত গোমতী ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিক, ধর্মনগরস্থিত নর্থ-ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিক এবং খুমলুঙস্থিত টিটিএএডিসি পলিটেকনিক ইনস্ট্রিটিউটগুলোতে ভর্তির জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা 'ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রাস পরীক্ষা ত্রিপুরা-২০২০ (ডি ই ই ই টি-২০২০)' দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে এই পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশানের সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ মে, ২০২০ পর্যন্ত করা হয়েছে। এই পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে। আগরতলা, উদয়পুর, বিলোনীয়া, আমবাসা এবং ধর্মনগরে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীর সর্বোচ্চ ২টি পরীক্ষাকেন্দ্র পছন্দ করতে পারবে। এছাড়া পরীক্ষার সিলেবাস, গাইডলাইন সমস্ত কিছুই দপ্তরের ওয়েবসাইটটিতে পাওয়া যাবে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা : রাজস্থানে সংক্রমিত আরও ২৯ জন আক্রান্ত বেড়ে ১০৩৪

জয়পুর, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে ভারতে। মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২৯ জন। নতুন করে ২৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৩৪-তে পৌঁছেছে।

বুধবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, জয়পুরে নতুন করে ১৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ৭ জন এবং কোটায় ৭ জন। সবমিলিয়ে বুধবার সকাল ন'টা পর্যন্ত রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০৩৪।

কোভিড-১৯ পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ১২৫ ৬৭৮, সংক্রমিত ১.৯৭ মিলিয়ন

ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামার নাম নেই সমগ্র বিশ্বে। নভেল করোনাভাইরাসের হানায় পৃথিবীব্যাপী ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১২৫,৬৭৮-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ১.৯৭ মিলিয়ন মানুষ।

১৫ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১.৯৭ মিলিয়ন। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১২৫,৬৭৮। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬২,৪৮৮, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭২,৫৪১, আমেরিকায় ৬০২,৯৮৯, ফ্রান্সে ১৩১,৩৬১ এবং জার্মানিতে ১৩১,৩৫৯ জন।

চিনে ফের বাড়ল সংক্রমণ কোভিড-১৯-এ মৃত্যু বেড়ে ৩,৩৪২

বেজিং, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): চিনে নভেল করোনাভাইরাসে ফের বাড়ল সংক্রমণ, তবে মৃত্যু-মিছিল প্রায় থেমেই গিয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সারা দিনে চিনে ৪৬ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে মাত্র একজনের। সবমিলিয়ে চিনে মোট মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ৩৪২-তে পৌঁছেছে। আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ২৯৫। বুধবার সকালে চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ জন, ৪৬ জনের মধ্যে ৩৬ জনই দেশান্তরী। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র একজনের। চিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ফের বাড়ছে উদ্বেগ।

অফিসে, সর্বজনীন ক্ষেত্রে মাস্ক, আচ্ছাদন ব্যবহার বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। সর্বজনীন ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে মুখে মাস্ক বা আচ্ছাদন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। রাজ্যের মুখ্যসচিব আজ লিখিত এই আদেশ জারি করেছেন। মুখ্যসচিবের কার্যালয় থেকে এই আদেশে জানানো হয় যে, মাস্ক বা মুখের আচ্ছাদন সে ঘরে তৈরি হোক বা অন্যখানে তৈরি হোক ব্যবহার করলে কোভিড-১৯ এর ট্রান্সমিশন চেইন ভাঙ্গা এবং মহামারি প্রতিরোধে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মক থেকে কোভিড-১৯ ম্যানেজমেন্টের ন্যাশনাল ডাইরেকটিভস-এ একথা বলা হয়েছে। তাই সরকারি অফিস অথবা পি এস ইউ অফিসগুলিতে এবং সর্বজনীন ক্ষেত্রে মাস্ক বা মুখে আচ্ছাদন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

সাবমে ইটভাট্টা শ্রমিকদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। লকডাউন চলাকালীন সাবম মহকুমার বিভিন্ন ইটভাট্টা শ্রমিকদের যাতে খাদ্যভাব না হয় সেজন্য ইটভাট্টার মালিকদের তরফ থেকে ৩২৬ জন শ্রমিককে ১ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দৈনিক ২২৫ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। সাবম মহকুমার ৬ টি ইটভাট্টার মালিকেরা সম্প্রতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের উস্কানি অভিযুক্ত বিনয় দুবে গ্রেফতার

মুম্বই, ১৫ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউন লাগু থাকা সত্ত্বেও, বিধি ভেঙে একজোট হয়ে মুম্বইয়ের শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখানোর জন্য উস্কানি দিয়েছিলেন তিনি।

উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। নিজেকে একজন শ্রমিক নেতা দাবি করা ওই অভিযুক্তের নাম বিনয় দুবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় দফায় লকডাউন ঘোষণা করার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'চলো ঘর কী ওর' (ঘরে ফিরে চলো) নামে অভিযানও শুরু করেছিলেন তিনি। বিনয় দুবেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রথমে আইরোলি থেকে আটক করা হয়, পরে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১১৭, ১৫৩ এ, ১৮৮, ২৬৯, ২৭০, ৫০৫ (২) এবং মহামারী রোগ আইনের ৩ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, বিনয় দুবে নামে ওই ব্যক্তি টুইটার ও ফেসবুকে রটিয়ে দেন লকডাউনের মেয়াদ বাড়লেও, সরকার গরিব শ্রমিকদের জন্য কোনও ব্যবস্থাই করবে না। তাই ঘরে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে বড়সড় পোস্ট করেন বিনয়। সেখানে তিনি লেখেন, "সরকারের কাছে আমার অনুরোধ ১৪ এপ্রিল লকডাউন উঠে যাওয়ার পরে গরিব শ্রমিক-মজুরদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য যেন ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রমিকদের অবস্থা এখানে ভয়াবহ। অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন সকলে। আমরা সরকারের সাহায্যের জন্য ১৪ বা ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তা না হলে শ্রমিকরা পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে।"

এছাড়াও নানা ভিডিও পোস্টে আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক কথা বলতেও নাকি শোনা গিয়েছে বিনয় দুবেকে।

দ্বিতীয় দফায় লকডাউনের ঘোষণার পরই, মঙ্গলবার বিকেল থেকে শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয় বাণিজ্যনগরী মুম্বই। লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর প্রতিবাদে বান্দ্রা স্টেশনের বাইরে বাস ডিপোতে জমা হয়েছিলেন হাজার খানেক শ্রমিক। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা সকলেই ভিনরাজ্যের শ্রমিক। মূলত, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ডের। এই বিপুল জমায়েত সরাতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। তাতে জখমও হন কয়েকজন।

পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের হাতে কাপড় মাস্ক তুলে দিল পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ।। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের হাতে কাপড় এবং মাস্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। তিনি পুর সাফাই কর্মীদের হাতে কাপড় ও মাস্ক তুলে দিয়ে বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পুরনিগমের সাফাই কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। সেজন্য তিনি সাফাই কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য পুর নাগরিকদের প্রতিও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। নববর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের কাপড় ও মাস্ক বিলির যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে এ ধরনের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

লকডাউন চলাকালে গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াল সিআরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ এপ্রিল।। লকডাউন চলাকালে গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াল সিআরপিএফ। ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ থেকে বুধবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকায় খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ এ জেরবার গোটা বিশ্ব এর সাথে লড়াই করতে ভারত সরকার গোটা দেশে লকডাউন সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ের জন জাতিদের মধ্যে চলছে খাদ্য সংকট। তবে কেউ যাতে না খেয়ে থাকতে হয় তার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ছাড়া ও সরকারি ভাবে ত্রাণ ও রেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। বুধবার ৭১ নং ব্যাটেলিয়ান সিআরপিএফের উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা নবজ্ঞয় বাড়ি এবং তেলিয়ামুড়া ব্লকের রাঙ্গামুড়া গ্রামের প্রায় ১০৪ জন জাতি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ সহ সাবান, হ্যান্ড ওয়াশ, ব্লিচিং পাউডার, গ্লাভস, মাক্স ইত্যাদি তুলে দেয়। সেই সাথে রাঙ্গামুড়া এলাকা এবং নবজয় পাড়া হাইড্রোক্লোরাইড সেনিটেজার স্প্রে করে দুই গ্রামকে জীবানু মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে জানাতে গিয়ে ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমান্ডেন্ট ভি শ্রীকান্ত জানান দুই গ্রামের মোট ১০৪ জন জনজাতি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও শিশু খাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী বন্টন করেন। উপস্থিত ছিলেন কমান্ডেন্ট অরুণ ভারতী সাহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

বামলাল দুই চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ।। আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ বুধবার একটি মোটর বাইক ও চুরি যাওয়া অন্যান্য জিনিসপত্র এবং নগদ টাকা সহ ২ চোরকে পাকড়াও করেছে। তারা হল ক্ষিতিশ সরকার এবং বাপি দাস। জানা যায় গতকাল ভোর রাতে আড়ালিয়ার গ্যাস কোম্পানির পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছিল।

এই চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ বুধবার আড়ালিয়া এলাকা থেকে ক্ষিতিশ সরকার ও বাপি দাসকে আটক করে। তাদেরকে আটক করে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাদের হেপাজত থেকে কিছু স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৬ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। আটক দুইজনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পূর্ব থানার পুলিশ জানিয়েছে তারা আরও বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে।

ইসলামপুরে এটিএম ভেঙে লুটের চেষ্টা

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরের জেলখানা মোড় এলাকায় দুষ্কৃতীরা একটি ব্যাংকের এটিএম লুট করার চেষ্টা করে। বুধবার ভোরে ঘটনার জেরে শহরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও পুলিশ আসছে আঁচ করতে পেরেই দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।

দুটি বাইকে ৪ জন দুষ্কৃতী এদিন এটিএমের সামনে পৌঁছায়। প্রথমে তারা একটি শপিং মলের সামনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরে তারা এটিএমে হানা দেয়। এটিএমের নিরাপত্তা কর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে চুপ করে থাকার হুমকি দেয়। কিন্তু ওই নিরাপত্তা কর্মী সাহস দেখিয়ে দুষ্কৃতিকে ধাক্কা মেরে দূরে পালিয়ে চিৎকার জুড়ে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছতেই দুটি বাইকে ৪ দুষ্কৃতী চম্পট দেয়। পুলিশ এলাকার সমস্ত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

বঙ্গে প্রতিটি বাড়ি গিয়ে করা হবে থার্মাল স্ক্রীনিং

হুগলি, ১৫ এপ্রিল (হি. স.) : আতঙ্ক কটাতে এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে হুগলির উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার। বুধবার সকাল থেকেই সেই কাজে লেগে পরলেন পুরসভার ডাক্তার স্বাস্থ্য কর্মী সহ পুর আধিকারিকরা।

প্রাথমিক ভাবে ঠিক করা হয়েছে পুরসভারকে চারটি জোনে ভাগ করে চারটি আলাদা দল সব নাগরিদের বাড়িতে যাবেন সেখানে প্রত্যেক সদস্যদের থার্মাল স্ক্রীনিং এর পর তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়া বা বয়স্ক মানুষরা কি ধরনের রোগে আক্রান্ত, তাদের সারা বছর কি ধরনের ওসুধ খেতে হয় তার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেরকম কিছু সন্দেহজনক মনে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় নববর্ষের দিনে পুজো দেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।